المدخل إلى إعداد البحث

আরবী কী লিখবো
কীভাবে লিখবো

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

লিসান্স (হাদীস), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা শরীফ।

মাকতাবাতুল মানার, বাংলাদেশ

المدخل إلى إعداد البحث
আরবী কী লিখবো কীভাবে লিখবো

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল মানার, ঢাকা, বাংলাদেশ
০১৭১৬-১৩৪৪৭১

প্রকাশকাল
রমজানুল মুবারক, ১৪৩৪ হিজরী
জুলাই, ২০১৩ ইংরেজি

কম্পিউটার কম্পোজ
হাসান সিরাজী

সৌজন্য বিনিময় : ১৪০ টাকা মাত্র

Arabi Ki Likhbo Kivabe Likhbo by Mufti RAFIQUL ISLAM AL MADANI,
Published by Maktabatul Manar, Bangladesh. Price: Taka 140 only.

কেন এই প্রয়াস

আমরা যারা মাদরাসা শিক্ষায় নিবেদিত, আমাদের শিক্ষার মাধ্যম আরবী। কুরআন আরবী, হাদীস আরবী, আরবী অধিকাংশ কিতাবপত্র, উপায় উপকরণ ও গবেষণার মূল উৎসসমূহ। পড়া-লেখা জীবনের আদি-অন্ত চলে আমাদের আরবীতেই। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে অনেকেই সফল হয়, এই ভাষায় বয়ে আনে অনন্য কৃতিত্ব। উপস্থাপনায় তারা যেমন দক্ষ, লেখা তাদের হয় তেমনি নির্ভুল ও সুবিন্যস্ত। হৃদয়গ্রাহী, মনমুগ্ধকর ও তথ্যবহুল রচনা এবং নিখুঁত ও নিয়মনীতির আলোকে জাতিকে সুবিন্যস্ত ও সুন্দরতম কিছু উপহার দিতে তারা যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যাচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে সফলতার গৌরব অর্জনের পথে, সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার দীপ্ত শপথ নিয়ে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে ব্যক্ত করতে বাধ্য, আমাদের এক বিশাল অংশ এই গৌরব ও কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনের প্রতিযোগিতায় অনেক ধাপ পিছিয়ে। তারা আপন লক্ষ্যে পৌঁছা থেকে দূরে–অনেক দূরে। এই অপ্রত্যাশিত অবনতির জন্য তাদের অবহেলা অথবা যথেষ্ট উপায় উপকরণের অভাবও দায়ী হতে পারে। তবে বর্তমানে চৌকস ছাত্র সমাজকে এসব বিষয়ে আশানুরূপ কৃতিত্ব অর্জনের প্রতিযোগিতায় সোচ্চার দেখা যাচ্ছে; দেখা যাচ্ছে এসব বিষয়ে সফলতা লাভের জন্য এদেরকে অনেক সচেতন, যথেষ্ট তৎপর। তাদের এই প্রশংসনীয় অনুভূতি ও দায়িত্ব বোধ উদ্যোগকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। বস্তুত এ বিষয়ে সহজ উপায় উপকরণ সবার হাতের নাগালে নেই বললেই চলে। বিগত কয়েক বছর পূর্বে ''المدخل إلى إعداد البحث'' শীর্ষক আরবী ভাষায় ছোট একটি পুস্তক রচনা করেছিলাম। বইটি আরবী ভাষায় হওয়ার কারণে

সবার জন্য সহজ সাধ্য হচ্ছেনা। অবশ্য মূল বিষয় জানার তীব্র আগ্রহ অনেকেই প্রকাশ করে আসছে।

তাদের আগ্রহ অনুপ্রেরণাই আমাকে আজ "আরবী কী লিখবো কীভাবে লিখবো" শীর্ষক কয়েক পৃষ্ঠা লেখায় উৎসাহ যুগিয়েছে। বইটিতে আরবী রচনা লেখা সম্পর্কীয় কিছু নীতিমালা অতি সংক্ষেপে ও সহজ সরলভাবে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা করেছি।

আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করুন! যারা এ বিষয়ে জানা ও উপকৃত হওয়ার সোনালী স্বপ্ন বুকে ধারণ ও লালন করেন, এ বইটি তাদের প্রেরণা-অনুপ্রেরণার উৎস হোক। তাদের অনাগত ভবিষ্যৎ আরো সুন্দর হোক, সফল হোক, হেসে উঠুক আনন্দের ঝলমলে প্রভাত।

শুভেচ্ছান্তে

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী
রমযানুল মুবারক
১৪৩৪ হিজরী

সূচিপত্র

الفصل الأول: قواعد الإملاء

প্রথম অধ্যায়: ইম্‌লা ও আরবী বানান লেখার মূলনীতি

বানান লেখার ক্ষেত্রে যে সব অক্ষর ঊহ্য থাকে ১৩

- ‘‘ما’’ ইসতেফহামিয়া এর আলিফ কখন ঊহ্য থাকে
- اسم শব্দের আলিফ কখন লেখা হয় না
- চারটি শর্তে ابن ও ابنة এর আলিফ লেখা হবে না
- ال শব্দের আলিফ কখন বাদ যাবে
- কয়েকটি শব্দে আলিফের অবস্থান

যে সব অক্ষর অতিরিক্ত লেখা হয় ১৭

- مائة এর আলিফ অতিরিক্ত হবে
- বহুবচনের "و" এর পর আলিফ
- أولى- أولئك এর "و"
- ছয়টি শর্তে "عمرو" শব্দে একটি "و" অতিরিক্ত হবে

যে সব শব্দ " ما "এর সঙ্গে মিলিয়ে লেখা হয় ১৯

একাধিক শব্দ একই সাথে লেখার নিয়ম ২০

শব্দের শুরুতে همزه এর অবস্থান ২২

হামযায়ে ক্বাতয়ীর পরিচয় ও অবস্থান ২৩

হামযায়ে ক্বাতয়ী ও হামযায়ে অছলী লেখার পদ্ধতি ২৪

আরবী শব্দের মধ্যে همزه লেখার পদ্ধতি ২৬

শব্দের শেষে অবস্থিত همزه লেখার পদ্ধতি ২৯

আলিফে লীন লেখার পদ্ধতি ৩০

শব্দের মূল অক্ষর “و” বা “ى” জানার পদ্ধতি ৩৫

ي এর বিন্দু কখন হবে আর কখন হবে না ৩৭

লেখা সম্পর্কীয় কতিপয় আদব ৩৭

দরূদ ও সালামে দু’টি বর্জনীয় বিষয় ৩৯

الفصل الثانى: علامات الترقيم
দ্বিতীয় অধ্যায়: বিরাম চিহ্ন

বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের গুরুত্ব ৪৩

১. "النقطة" (.) Full stop ৪৫

২. "الفاصلة" (‘) Comma ৪৬

৩. "الفاصلة المنقوطة" (؛) Semi colon ৪৭

৪. "النقطتان" (:) Colon ৪৮

৫. "الشرطة" (-) Hyphen ৪৯

৬. "الشرطتان أو علامة الاعتراض" (- -)
Double Hyphen ৫০

৭. "علامة التنصيص" (" ")
Inverted Commas উদ্ধৃতি চিহ্ন ৫০

৮. "القوسان" ( ) Frist Brackets প্রথম বন্ধনী ৫১

৯. "المعكوفان" [ ] 3rd Brackets ৫২

১০. "علامة الحذف" (...) Sign. of Gap ৫২

১১. "علامة الاستفهام" (?)
Sign. of Interrogation প্রশ্নবোধক চিহ্ন ৫২

১২. "علامة التعجب" (!)
Note of Exclamation বিস্ময় চিহ্ন ৫৩

বিব্রতকর শব্দে حركت লাগানোর নিয়ম নীতি ৫৪

الفصل الثالث: مناهج البحث
তৃতীয় অধ্যায় : আরবী থিসিস (Thesis) লেখার নীতিমালা

আরবী থিসিস কী ? ৫৭

থিসিসের প্রকারভেদ ৫৭

তাদরীবী রচনা (Bachelor) ৫৮

ইলমী রচনা (Master – Ph.D.) ৫৯

থিসিস এর বৈশিষ্ট্য ৬০
থিসিস লেখার শর্ত ৬১
থিসিস লেখকের গুণাবলী ৬২
মাদরাসার ছাত্ররা আজ হতাশ কেন? ৬৩
উদ্ধৃতি সংকলনের নীতিমালা ৬৪
থিসিস বা গবেষণাগ্রন্থের কার্যবিবরণী ৬৮
الخطة الأولى: اختيار موضوع البحث و صياغة عنوانه
প্রথম কার্যবিবরণী: বিষয় ও শিরোনাম নির্বাচন করা ৬৮
- বিষয় নির্বাচনের সহায়ক
- বিষয় নির্বাচনের মাপকাঠি
الخطة الثانية: خطة البحث
দ্বিতীয় কার্যবিবরণী: প্রাথমিক সূচির নমুনা ৭০
الخطة الثالثة: حصر مصادر البحث
তৃতীয় কার্যবিবরণী: গ্রন্থপঞ্জির সাথে পরিচিত হওয়া ৭১
- গ্রন্থপঞ্জি পরিচিতির মাপকাঠি
الخطة الرابعة: جمع المادة العلمية
চতুর্থ কার্যবিবরণী: মূল বিষয় সংগ্রহ করা ৭৩
- পড়ার মাধ্যমে
- শোনার মাধ্যমে
- মতামত ও অভিজ্ঞতা গ্রহণের মাধ্যমে
বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি ৭৫
الخطة الخامسة : صياغة البحث
পঞ্চম কার্যবিবরণী : বিষয় বাছাই পর্ব ৭৭
الخطة السادسة : وضع الحواشى
ষষ্ট কার্যবিবরণী : টীকা লেখার নীতিমালা
Foot Note Reperences ৭৮
- টীকার বিষয়
- টীকা লেখার পদ্ধতি সমূহ
- টীকায় যা লেখা হবে

الخطة السابعة : التنظيم العام للبحث
সপ্তম কার্যবিবরণী : রচনার চূড়ান্ত বিন্যাস ৮২
১. প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা (Titele Page) ৮২
২. বিসমিল্লাহর পাতা ৮৪
৩. ভূমিকা ৮৪
৪. শুকরিয়ার পাতা ৮৫
৫. বিষয় বিন্যাস ৮৬
৬. পরিশিষ্ট লেখার নীতিমালা ৮৭
৭. প্রাসঙ্গিক বিষয় ৮৮
৮. সূচিপত্রের প্রকার ও বিন্যাস পদ্ধতি ৮৮
- কুরআনে কারীমের আয়াতের সূচি বিন্যাস পদ্ধতি
- হাদীসের সূচি বিন্যাস পদ্ধতি
- ব্যক্তিসূচি বিন্যাস পদ্ধতি
- গ্রন্থপঞ্জি বিন্যাস পদ্ধতি
- বিষয়সূচি বিন্যাস পদ্ধতি
- ভুল সংশোধনী সূচি লেখা হবে কি না?
৯. প্রুফ সংশোধনী সংকেত চিহ্ন ৯৩

الفصل الأول

قواعد الإملاء

প্রথম অধ্যায়

ইম্‌লা ও আরবী বানান লেখার মূলনীতি

الفصل الأول

قواعد الإملاء

প্রথম অধ্যায়

ইম্‌লা ও আরবী বানান লেখার মূলনীতি

الحروف التى تُحذف عند الكتابة

বানান লেখার ক্ষেত্রে যে সব অক্ষর উহ্য থাকে

১- الاستفهامية "ما" এর আলিফ কখন উহ্য থাকে

حذف الألف من "ما" الاستفهامية

"ما" ইসতেফহামিয়া এর পূর্বে ৮ টি হরফেজার হতে কোনো একটি হরফ আসলে "ما" ইসতেফহামিয়া এর আলিফটি বাদ পড়ে যাবে। ঐ ৮টি হরফ হলো- من، عن، فى، إلى، حتى، على، لام، باء. যথা: مم، عم، فيم، إلام، حتّام، لم، بم

লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে, উপরের প্রতিটি শব্দ দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এগুলো মূলত: عن ما، فى ما،إلى ما، من ما، حتى ما،ل ما،ب ما ছিল। "ما" এর পূর্বে উল্লেখিত ৮টি হরফের কোনো একটি হরফ আসার কারণে, "ما" এর আলিফ লেখা থেকে বাদ পড়েছে। আর م কে তার পূর্বের শব্দের সাথে মিলিয়ে এক শব্দে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কুরআনে কারীমের আয়াত فيم أنت من ذكر ها،عم يتسائلون লেখার ক্ষেত্রেও উল্লেখিত নিয়ম অবলম্বন করা হয়েছে।

বি.দ্র. “ ما ” এর পূর্বে ৮টি হরফের কোনো একটি হরফ উল্লেখ হলে “ ما ” এর আলিফ লেখা হয় না। তবে এর জন্য একটি শর্ত হলো “ ما ” এর পর (সাথে সাথে) ذا মিলে না থাকা। “ ما ” এর সাথে মিলে ذا হলে “ ما ” ইসতেফহামিয়ার আলিফ যথাযথভাবেই লেখা হবে। যথা: ...مماذا، عماذا، فيماذا، إلى ماذا

২- “اسم” শব্দের আলিফ “اسم” حذف الألف من كلمة

بسم الله الرحمن الرحيم লেখার ক্ষেত্রে اسم শব্দের আলিফ লেখা হয় না। এছাড়া যাবতীয় অবস্থায় এই আলিফ লেখা হবে। অতএব শুধু بلسم الله অথবা باسمه تعالى ইত্যাদি লেখার ক্ষেত্রে আলিফ সহ লেখা হবে।

৩- ابن ও ابنة শব্দের আলিফ “ ابن وابنة” حذف الألف من كلمة

ابن ও ابنة শব্দের “ا” কোনো কোনো সময় লেখা হয় না, বা লেখা থেকে বাদ পড়ে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো এক বাক্যে আমরা এভাবে বলতে পারি:

تحذف الألف من كلمة ” ابن“ و ” ابنة“ إذا كان احدهما مفردا، نعتا بين علمين متناسلين، مباشرين، أولهما غير منون لا تكون أول سطرٍ.

উপরোক্ত বাক্যে ابن ও ابنة এর ألف লেখা থেকে বাদ যাওয়ার চারটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে-

ক. ابن ও ابنة শব্দ مفرد বা এক বচন হতে হবে। تثنيه বা جمع হলে এর “ ا ” বাদ পড়বে না। যথা:

رحم الله الحسن و الحسين ابنى علىّ

এই বাক্যে ابنى শব্দটি مفرد নয়; বরং مثنى তাই “ ا ” টি লেখা থেকে বাদ পড়েনি।

খ. দু’টি عَلَم বা এমন দু’টি নামের মধ্যে ابن বা ابنة শব্দটি صفت হিসেবে উল্লেখ হবে, যে দু’জনের একজন অপর জনের জনক হবে। যথা: محمد بن عبد الله

সরাসরি জনক বুঝায় অথবা এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে এমন শব্দের মাঝে হলেও “ ا ” লেখা হবে না। যথা: فلان بن فلان

অতএব কুরআনে কারীমের বাক্য وقالت النصارى عيسى ابن الله এতে ابن শব্দের “ ا ” বাদ যাবে না। কেননা এতে ابن শব্দটি দু’ عَلَم متناسلين এর মধ্যে হয়নি।

গ. দ্বিতীয় শর্তেই ইঙ্গিত করা হয়েছে ابن-ابنة এর “ ا ” লেখা থেকে বাদ যাওয়ার জন্য দু’টি عَلَم এর মধ্যে হবে। তাই বাক্যের শুরুতে বা লাইনের শুরুতে হলে এর “ ا ” লেখা থেকে বাদ যাবে না।

ঘ. ابن-ابنة এর পূর্বের عَلَم বা প্রথম নামটিতে “تنوين” হবে না এবং প্রথম عَلَم ও ابن-ابنة এর মধ্যে অন্য কোনো শব্দ থাকতে পাড়বে না। যথা: قال محمد هو ابن عبد الله

এতে ابن শব্দটির “ ا ” বাদ যাবে না। কেননা এতে প্রথম عَلَم টি محمد এতে “تنوين” হয়েছে। এছাড়া محمد এবং ابن এর মধ্যে অন্য শব্দ এসেছে। এমন না হয়ে প্রথম عَلَم এর সাথে মিলে ابن আসলে, ابن এর “ ا ” লেখা থেকে বাদ পড়বে।

এছাড়া আরো দু’টি স্থানে ابن ও ابنة এর “ ا ” লেখা থেকে বাদ পড়বে-

ক- ابن ও ابنة শব্দটি "يا" حرف ندا এর পর পর উল্লেখ হলে ابن ও ابنة এর "ا" টি লেখা থেকে বাদ যাবে। যথা:
يا بنة فلان এবং يا بن زيد

খ - ابن এবং ابنة এর পূর্বে همزة استفهام সম্পৃক্ত হলে ابن ও ابنة এর "ا" টি লেখা থেকে বাদ যাবে। যথা: أبنُك هذا؟ এবং أبنتك هذه؟ মূলত বাক্যটি أ ابنك هذا؟ ও أ ابنتك هذه؟ ছিল। همزة استفهام সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে ابن ও ابنة এর "ا" টি বাদ পড়েছে।[১]

৪- "ال" শব্দের আলিফ حذف الألف من "ال"

معرفه বানানোর জন্য যে "ال" ব্যবহার হয়, এর আলিফটিকে পরিভাষাগতভাবে همزة وصلى বলা হয়। যে শব্দে এই "ال" থাকে ঐ শব্দের শুরুতে যদি হরফেজার لام সংযুক্ত হয়,তখন "ال" এর আলিফটি লেখায়ও আসে না, পড়াতেও উচ্চারণ হয় না। যথা:
أعطيت للمدرسة، قمتُ للمعلم

বাস্তবে ছিল- لـ المدرسة، لـ المعلم শব্দ দু'টিতে ل যোগ হওয়ার ফলে আলিফ বাদ পড়েছে। ফলে للمعلم، للمدرسة হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে।

৫. কয়েকটি শব্দে আলিফ تحذف الألف من الكلمات الآتية

আধুনিক লেখার সময়, বিশেষত خط رقعه এর ক্ষেত্রে কয়েকটি শব্দে আলিফ পড়া হয় ঠিকই, কিন্তু লেখায় আসে না।

---

১. কাওয়াইদুল ইম্লা, আব্দুস সালাম মুহাম্মদ। ৩৭-৩৮

শব্দগুলো হলো, الرحمن ، هذا ، هذان ، أولئك ، السموت ، طه ، لكنْ ، لكنَّ ، هؤلاء.

এসব শব্দের আসল রূপ হলো, الرحمٰن، هٰذا، هٰذان، أولٰئك، السمٰوٰت، طٰه، لٰكنْ، لٰكن، هٰؤلاء.

الحروف التى تُزاد عند الكتابة
যে সব অক্ষর অতিরিক্ত লেখা হয়

১. আরবী مائة শব্দটির "م" এর পরে আলিফ অক্ষরটি অতিরিক্ত হয়। এই আলিফ লেখায় থাকবে, কিন্তু এর উচ্চারণ পড়ায় যোগ হবে না। যথা: مائة، مائتين، ثلاثمائة.

উল্লেখ্য যে, مائة এর বহুবচন مئات লেখার ক্ষেত্রে "م" এর পর আলিফ অতিরিক্ত হয় না।

২- فعل কে বহুবচনে রূপান্তরিত করার সময় যে, واو যোগ করতে হয় এর নাম واو جمع এবং অন্য এক ধরনের واو আছে যার নাম واو عاطفه

উল্লেখ্য যে, واو عاطفه এবং واو جمع পার্থক্য করার জন্য واو جمع এর পর একটি আলিফ অতিরিক্ত লেখা হয়। যথা:
نصروا، ينصروا، تنصروا، انصروا، كتبوا، لم يحضروا، لن يضربوا.

واو جمع ব্যতীত কোনো ধরনের واو এর পর আলিফ অতিরিক্ত লেখা হবে না। যথা: يدعو، يعلو উল্লেখিত শব্দ দু'টিতে যে واو এসেছে, তা واو جمع নয়; বরং তা ماده বা মূল শব্দেরই অংশ।

৩- أولو، أولى، أُولات - أولى، أولاء،أولٰئك এই শব্দগুলোতে হামযাহ্ এর পর যে "و" লেখা হয়েছে এটিও অতিরিক্ত। পড়ার ক্ষেত্রে ঐ "و" এর কোনো উচ্চারণ হবে না। তাই এই শব্দগুলোতে হামযাটি মদ না করেই পড়া হবে। কুরআনে কারীমের আয়াত:

এবং أوْلٰئك هم المفلحون. أوْلوْالأرحام. لآيت لأولى النهى أُولات الأحمال ইত্যাদি আয়াতের প্রতিটিতেই " و " পড়াতে না আসার কারণে এর পূর্বের " ا " টি না টেনে পড়তে হবে।

৪. এছাড়া عمْرو শব্দটি رفع و جر অবস্থায় আসলে, এর শেষে একটি " و " অতিরিক্ত লেখা হয়। মূলত عَمْرو ও عُمَر এর মধ্যে পার্থক্য করার জন্যেই এমন করা হয়।

ছয়টি শর্ত পাওয়া গেলে عَمْرو শব্দে একটি "و" অতিরিক্ত লেখা হয়। শর্তগুলো হলো:

ক. عَمْرو শব্দটিতে শুধু رفع و جر অবস্থায় একটি "و" অতিরিক্ত লেখা হয়। যথা: جاء عَمْرٌو এবং مررت بعَمْرٍو আর نصب এর অবস্থায় এই 'و' অতিরিক্ত লেখা হবে না। যথা: رأيت عمرًا

খ. عَمْرو শব্দটি عَلَم বা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম হতে হবে। অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হলে "و" থাকবে না।

গ. عَمْرو শব্দটি مكبّرة থাকতে হবে, مصغّرة যেমন: عُمَيْر এতে কোনো অবস্থায়ই " و " অতিরিক্ত যোগ হবে না।

ঘ. عمرو শব্দটি কোনো "ضمير" এর দিকে إضافت না হতে হবে। যদি কোনো "ضمير " এর দিকে إضافت হয়, তাহলে "و" যোগ হবে না। যথা: جاء عَمْرنا، مررت بعَمْركم

ঙ. عمرو শব্দটি "ى" অথবা অন্য কিছুতে نسبت হবে না। যদি হয়, তাহলে "و" যোগ হবে না। যথা: جاء عَمْرِىٌّ

চ. عمرو শব্দটি এর পরের "ال" যুক্ত শব্দের দিকে إضافت হবে না। যদি হয়, তাহলে "و" অতিরিক্ত হবে না। যথা: جاء عَمْرُ الملك

উল্লেখিত ৬টি শর্তের কোনো একটি ব্যতিক্রম হলে عمرو শব্দের শেষে " و " অতিরিক্ত হবে না।[২]

---

২. কাওয়াইদুল ইমলা, আব্দুস সালাম মুহাম্মদ। ৩৩

وصل بعض الكلمات بـ" ما "

যে সব শব্দ" ما " এর সঙ্গে মিলিয়ে লেখা হয়

আরবীতে কিছু শব্দ রয়েছে, এগুলোর পর " ما " শব্দটি আসলে দু'টি শব্দ একত্রে মিলিয়ে লিখা হয়। শব্দগুলো হলো:

طال ، قل ، إنّ، أنّ ، كأنّ ، لكنّ ، ليت ، لعل ، حيث ، أين ، ريثُ ، كيف ، حين ، بين ، كل ، لا سيئ ، رب ، كى ، ك ، عن ، من ، فى.

এ শব্দগুলোর সাথে " ما " যোগ হলে, দু'টি শব্দ এক সঙ্গে লেখা হবে যথা:

طالما، قلما، إنما، أنما، كأنما، لكنما، ليتما، لعلما، حيثما، أينما، ريثما، كيفما، حينما، بينما، كلما، لاسيما، ربما، كيما، كما، عم، مم، فيم.

উল্লেখ্য শব্দগুলোতে قل' طال প্রত্যেকটি فعل এর সাথে "ما" শব্দটি যোগ হয়েছে। দু'টি শব্দ একত্রে যথাক্রমে قلما ও طالما লেখা হয়েছে।

لعلّ ...... إنّ ছয়টি শব্দকে حروف مشبه بالفعل বলা হয়। এগুলোর সাথে "ما" শব্দটি যোগ হয়ে একত্রে لعلما .... إنما হয়েছে।

لا سيما .... حيثما এখানেও দু' দু'টি শব্দ একত্রে লেখা হয়েছে। প্রথমটি হলো ظرف আর শেষটি হলো "ما" শব্দ। দু'টি শব্দ একত্রে ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

ربما থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দগুলোতে প্রথম শব্দটি حرف جار আর শেষটি হলো "ما"

এ পরিসরে পেছনে আলোচিত একটি মূলনীতি স্মরণ করতে হবে। তা হলো, "ما" শব্দটি যদি ইসতেফহামের জন্য ব্যবহার হয় এবং এর পূর্বে ৮টি হরফেজারের কোনো একটি আসে, তাহলে "ما" এর আলিফ লেখা হবে না। তাই عم، مم، فيم. এই শব্দগুলোতে "ما" আলিফ ব্যতীত লেখা হয়েছে। তবে "ما" ইসতেফহামের জন্য না হলে "ما" এর আলিফ লেখা হবে। তখন عما، مما، فيما এরূপ লেখতে হবে।

কুরআনে কারীম থেকে কয়েটি উদাহরণ-

١. واذكروه كما هداكم. (البقرة- ١٩٨)
٢. أينما تكونوا يُدرككم الموت (النساء- ٧٨)
٣. رُبما يودُّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين. (الحجر-٢)
٤. قلْ إنمآ أنا بشر مثلكم يوحيٰ إليّ أنمآ إلٰهكم إلٰه واحد. (الكهف- ١١٠)

كتابة بعض الكلمات مركبة

একই সাথে একাধিক শব্দ লেখার নিয়ম

১. " الأعداد "

আরবী সংখ্যা ثلاثة থেকে تسعة পর্যন্ত শব্দ ৭টির কোনো একটির পরে যদি مائة সংখ্যাটি মিলে আসে, তাহলে দু'টি সংখ্যাকে একত্রে মিলিয়ে লিখতে হয়। যথা: ثلاثمائة এতে দু'টি শব্দ ثلاثة এবং مائة কে একত্রে মিলিয়ে লেখা হয়েছে। দেখতে একটি শব্দই বুঝা যায়, অথচ শব্দ মূলত দু'টি।

২. " الظروف - إذٍ "

কয়েকটি ظرف শব্দ, যথা: عند، حين، وقت، ساعة، يوم... এগুলোর কোনো একটির পর পর যদি إذٍ (তানবীন সহ) যোগ হয়, তাহলে দু'টি ظرف একত্রে নিম্নরূপে লেখা হবে:

عندئذٍ، حينئذٍ، وقتئذٍ، ساعتئذٍ، يومئذٍ.

৩. " الحروف "

কয়েকটি আরবী হরফ, যথা: ألّا،إلّا ، لِئلّا، لكيلا

ألّا – গঠিত হয়েছে أنْ এবং لا মিলে।

إلّا – গঠিত হয়েছে إنْ (শরতিয়্যা) এবং لا মিলে।

لِئلّا – গঠিত হয়েছে তিনটি শব্দের সমন্বয়ে: لام (হরফেজার) أنْ (নাছেবা) এবং لا (নাফিয়া) মিলে হলো لِئلّا

لكيلا – এটিও গঠিত হয়েছে তিনটি শব্দের সমন্বয়ে: لام (হরফে জার) كى (তা'লীল) এবং لا (নাফিয়া) মিলে হলো لكيلا

৪. “ حبّذا ”

এটি গঠিত হয়েছে দু'টি শব্দের সমন্বয়ে। প্রথম শব্দটি হলো, حبّ এটি একটি فعل এর সাথে যোগ হয়েছে ذا ইসমে ইশারাহ। এই দু'টি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন না লিখে এভাবেই একত্রে লিখতে হয়।

৫. الحروف الجارة

তিনটি হরফেজার فى، من ও عن এর কোনো একটির পর “ مَن ” মাওছুলা অথবা مَن ইসতেফহামিয়া আসলে, হরফেজারের সাথে مَن কে একত্রে মিলিয়ে লিখতে হয়। যথা: فيمَن، ممَّن، عمَّن এভাবে কয়েকটি বাক্য:

عرفت عمَّن تسأل.
علمت ممَّن استعرت الكتاب.
ممَّن أخذت الكتاب؟ و فيمَن تفكر؟ و عمَّن تسأل؟

৬. مركب منع صرف

مركب আসলে কয়েক প্রকার। এক ধরনের মুরাক্কাব এর নাম مركب مزجى অবশ্য আরব বিশ্বের বই পুস্তকে مركب منع صرف লেখা হয়ে থাকে। বস্তুত দু'টি বিশেষ্যকে বিশেষ পদ্ধতিতে মিলিয়ে লেখাকে مركب منع صرف বলা হয়। এই مركب এ যদিও বাস্তবে দু'টি বিশেষ্যের জোড় হয়, তবুও দু'টি বিশেষ্যকে একত্রে মিলিয়ে লিখতে হয়। দেখতে মনে হবে একটি শব্দ। যথা: بعلبك মূলত: بك এক বাদশার নাম, এটি একটি শব্দ। আর بعل হলো ঐ মূর্তির নাম যে মূর্তির পূজা উল্লেখিত বাদশাহ করতো। এই দু'টি শব্দকে একত্রে মিলিয়ে স্মৃতি হিসেবে বাদশাহ একটি শহরের নামকরণ করে। বর্তমানে এক শব্দ হিসেবেই গণ্য হয়, এবং একত্রভাবেই লেখা হয়। এভাবে . سِيبَوَيْه، مَعْدِيكَرِب، حَضَرَمَوْتُ প্রত্যেকটিই বাস্তবে দু'টি শব্দ। কিন্তু একত্রে লেখা হয়।

الـهمزة فى أول الكلمة
শব্দের শুরুতে همزه এর অবস্থা

শব্দের শুরুতে همزه সাধারণত দু'প্রকার:

১. "همزۀ وصل" বাক্যের শুরুতে আসলে যে همزه কে পড়া হয়, কিন্তু মধ্যে হলে পড়া হয় না ঐ همزه কে همزۀ وصل বলে।

২. "همزۀ قطعى" বাক্যের শুরুতে ও মধ্যে, উভয় অবস্থায় যে همزه পড়া হয়, তাকে "همزۀ قطعى" বা "همزۀ أصلى" বলা হয়।

مواضع همزة وصل হামযায়ে অছলের পরিচয়

اسم، فعل، حرف তিন ধরনের শব্দেই همزۀ وصل এর প্রয়োগ আছে। তবে এর স্থান সীমিত। নিম্নে আমরা همزۀ وصل এর প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলো উদাহরণসহ আলোকপাত করবো-

ক. ثلاثى مزيد فيه এবং رباعى مزيد فيه এর নয়টি বাবের مصدر، ماضى، أمر এর শব্দগুলোতে যে همزه হয়, প্রতিটি همزه ই হলো همزۀ وصلى যথা:

افتعال: اِجتناب، اِجْتَنَبَ، اِجْتَنِبْ
استفعال: اِستنصار، اِسْتَنْصَرَ، اِسْتَنْصِرْ

انفعال: اِنفطار، اِنْفَطَرَ، اِنْفَطِرْ

افعلال: اِحمرار، اِحْمَرَّ، اِحْمَرِرْ

افعيلال: اِدهيمام، اِدْهَامَّ، اِدْهَامِمْ

افعيعال: اِخشيشان، اِخْشَوْشَنَ، اِخْشَوْشِنْ

افعوّال: اِجلوّاذ، اِجْلَوَّذَ، اِجْلَوِّذْ

افعلّال: اِقشعرار، اِقْشَعَرَّ، اِقْشَعْرِرْ

افعنلال: اِبرنشاق، اِبْرَنْشَقَ، اِبْرَنْشِقْ

খ. الفعل الأمر من الثلاثى

همزة وصلى কে همزه শব্দের أمر থেকে গঠিত সব فعل ثلاثى হিসেবে গণ্য করা হয়। যথা:

أُنصر، اِضرب، اُذكر، اُقتل، اُشكر

গ. "ال" التعريف

معرفه বানানোর জন্য যে "ال" ব্যবহার হয়, এর همزه টি همزة وصلى যথা: الحمد، اليوم

ঘ. নির্ধারিত কয়েকটি اسم এর همزه

নির্দিষ্ট মাত্র কয়েকটি اسم আছে যে اسم গুলোর همزه কে همزة وصلى হিসেবে গণ্য করা হয়। ঐ اسم গুলো হলো:

ابن، اِبنة، اِبنم، اِسم، اِست، اِثنان، اِثنتان، اِثنين، اِثنتين، اِمرؤ، اِمرئٍ، اِمرأ، اِمرأة، اَيْمُنٌ، اَيْمٌ، ال الموصولة.

مواضع همزة القطع
হামযায়ে ক্বাত্য়ীর পরিচয়

همزة قطعى ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি স্থান আছে, এক কথায় বলতে গেলে همزة وصلى হয় না এমন স্থানগুলোই همزة قطعى হিসেবে গণ্য হবে। নিম্নে এর একটি তালিকা দেয়া হলো:

ক. الفعل الرباعى

رباعى فعل থেকে গঠিত أمر ও ماضى এর শব্দ এবং ঐ বাবের مصدر এর همزه সর্বদাই همزة قطعى হিসেবে গণ্য হয়। যথা: أَكْرَمَ ، أَكْرِمْ ، إِكْرَام .

উল্লেখ্য যে فعل رباعى এর যে বাবে همزه হয় এমন একটি মাত্র باب রয়েছে। যাকে باب إفعال বলা হয়। এছাড়া فعل رباعى এর কোনো বাবে همزه হয় না।

খ. পূর্বোল্লেখিত একটি মাত্র حرف যাকে تعريف " ال " বলা হয়। এছাড়া আরবী ভাষায় যতো حروف আছে, সমস্ত حروف এর همزه কে همزة قطعى গণ্য করা হয়। যথা: إن، إلا إلى

গ. পূর্বোল্লেখিত ثلاثى مزيد فيه এবং رباعى مزيد فيه এর নয়টি বাবের مصدر এবং উল্লেখিত কয়েকটি اسم ব্যতীত আরবী ভাষায় যাবতীয় اسم এর همزه পরিভাষাগতভাবে همزة قطعى হিসেবে গণ্য হয়।

ঘ. همزة المتكلم

আরবী ভাষায় যতো أفعال আছে, ঐ সবগুলো থেকে গঠিত واحد متكلم এর همزه কে همزة قطعى বলা হয়। যথা:
أجتَنِبُ ، أنْصُرُ ، أضْرِبُ

همزة قطعى ، همزة وصلى লেখার পদ্ধতি

همزة قطعى এর উপরে فتحه অথবা ضمه অবস্থায় এই همزه কে একটি " ا " এর উপরে " ء " লেখা হবে, আর كسره অবস্থায় " ا " এর নিচে " ء " লেখা হবে। যথা: أذن ، ألوان এবং إن ، إبراهيم ইত্যাদি।

همزة وصلى এর ক্ষেত্রে শুধু " ا " লেখা হয়। এর উপরে বা নিচে " ء " লেখা হয় না। অতএব همزة وصلى হলে, " ا " এর উপরে বা নিচে " ء " লেখা ভুল। এভাবে همزة قطعى হলে, " ا " এর উপরে বা নিচে " ء " না লিখাও ভুল।

বি. দ্র.

১. কোনো শব্দে همزه এর পূর্বে কয়েকটি শব্দের কোনো একটি শব্দ যোগ হওয়া সত্ত্বেও همزه কে শব্দের শুরুতে বলেই গণ্য করা হয়। ঐ শব্দগুলো হলো-

سين (المضارعة) ال، الواو، الفاء ، باء الجر، تاؤه، و لامه، وكافه، ولام التعليل، لام القسم.

যথাক্রমে উদাহরণ-

سأذكر ، اليوم ، و إن، فإن، بإيجاز، تالله، لإبراهيم، كأنهار ، لأفوز ، والله لأظهرنّ.

উপরোক্ত শব্দগুলোতে همزۂ وصلی و همزۂ قطعی এর পূর্বে অন্য শব্দ রয়েছে। কিন্তু ঐ শব্দগুলোর কারণে همزه লেখার উল্লেখিত নিয়মে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

২. যে শব্দের শুরুতে همزۂ قطعی আছে, এমন শব্দের পূর্বে যদি همزۂ استفهام থাকে তাহলে همزۂ قطعی কে তার حرکت এর চাহিদা অনুযায়ী একটি حرف علت এর উপরে-নিচে লেখা হবে। যথা: أؤنبئكم ، أ أنت ، أئنكم

উল্লেখ্য যে, أؤنبئكم এর মূল শব্দ أُنبئكم এর পূর্বে همزۂ استفهام এসেছে। আর أنبئكم এর হামযায় ضمه আছে, তাই ضمه এর চাহিদা অনুযায়ী " ء " টি " و " এর উপরে লেখা হয়েছে।

أ أنت এর মূল শব্দ أنت এর পূর্বে همزۂ استفهام এসেছে। আর أنت এর হামযায় فتحه আছে, তাই فتحه এর চাহিদা অনুযায়ী " ء " টি " ا " এর উপরে লেখা হয়েছে।

أئنكم এর মূল শব্দ إنكم এর পূর্বে همزة استفهام এসেছে। আর إنكم এর হামযায় كسره আছে, তাই كسره এর চাহিদা অনুযায়ী " ء " কে " ي " এর দাঁতের উপরে লেখা হয়েছে।

৩. যে শব্দে همزة وصل আছে, ঐ শব্দের পূর্বে যদি همزة استفهام যোগ হয়, তাহলে همزة وصل উহ্য (حذف) হয়ে যাবে। যথা: কুরআনের শব্দ أصطفى البنات মূলত ছিল, أ إصطفى البنات এতে اصطفى শব্দের পূর্বে همزة استفهام যোগ হওয়ার কারণে همزة وصل টি حذف হয়ে যায়, থাকে শুধু همزة قطعى তাই أصطفى পড়া হয়।

الهمزة فى وسط الكلمة
আরবী শব্দের মধ্যে হামযা লেখার পদ্ধতি

همزه আরবী শব্দের মধ্যে হলে এই همزه কে অবস্থান অনুযায়ী চারটি পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে লেখতে হবে :

১.আলিফ এর উপর হামযা লেখা হবে
كتابة الهمزة على الألف فى وسط الكلمة

ক. শব্দের মধ্যে অবস্থিত همزه টিতে যদি فتحه হয় এবং এর পূর্বের অক্ষরেও যদি فتحه হয়, তাহলে همزه টিকে আলিফের উপরে লেখতে হবে। যথা: تأملت ، رَأَيت

খ. همزه টিতে فتحه হলে এবং এর পূর্বের অক্ষরটি حروف صحيح ساكن হলে, তখন همزه টিকে আলিফের উপর লেখা হবে। যথা: تسألون ، اِسْأَل

গ. মধ্যে অবস্থিত همزه টি যদি ساكن হয় এবং এর পূর্বের অক্ষরটিতে فتحه হয়, এ অবস্থায়ও همزه টি আলিফের উপর লেখা হবে। যথা: رَأْس ، امتلأْت

২. " و " এর উপর كتابة الهمزة على الواو فى وسط الكلمة

শব্দের মধ্যে অবস্থিত همزه কে নিম্ন বর্ণিত কয়েকটি অবস্থানে " و " এর উপর লেখা হয় :

ক. همزه এর পূর্বের অক্ষরে ضمه এবং همزه এর উপর فتحه অথবা ضمه অথবা همزه টি ساكن হলে, এমতাবস্থায় همزه টি "و" এর উপর লেখা হয়। যথা:

فُؤَاد، شُؤُم، رُؤُس، يُؤذن، مُؤْمن، رُؤْية

খ. همزه টিতে ضمه হবে, আর এর পূর্বের অক্ষরে فتحه অথবা ساكن صحيح حرف অথবা ألف مد হলে همزه টি " و " এর উপর লেখা হবে। যথা: لَؤُم، نَؤُم، تَلْؤُم، أرْؤُس، رداؤُه، خَلطاؤُه

৩ . "ي" এর উপর হামযা الهمزة على الياء فى وسط الكلمة

আরবী শব্দের মধ্যে অবস্থিত همزه কে নিম্ন বর্ণিত কয়েকটি পরিস্থিতিতে " ي " এর দাঁতের উপর লেখা হয় :

ক. শব্দের মধ্যে অবস্থিত همزه তে كسره হলে, همزه টিকে "ي" এর দাঁতের উপর লেখা হবে। যথা: سُئِل، لَئِيم، تطمَئِن، الدائِم ، أفْئِدة

খ. همزه এর পূর্বে كسره হলে همزه টিকে " ي " এর দাঁতের উপর লেখা হবে। همزه তে যে حركت ই হোক না কেন তা দেখার প্রয়োজন নেই। যথা: بِئس ، هادِئا ، الناشِئة ، سيِّئة

গ. মধ্যে অবস্থিত همزه এর পূর্বে যদি ياء ساكنه হয় এবং همزه টিতে فتحه অথবা ضمه হয়, তখন همزه টি '' ي '' এর দাঁতের উপর লেখা হবে। যথা: مليئَة ، دفيئَة ، فيئُها ، مجيئُها

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, همزه এর পূর্বে অবস্থিত ''ي'' টি ساكن তাই همزه এর উপর فتحه এবং ضمه হওয়া সত্ত্বেও '' ي '' এর দাঁতের উপরে همزه টি লেখা হয়েছে।

৪. লাইনে স্বতন্ত্রভাবে الهمزة المفردة فى وسط الكلمة

আরবী শব্দের মধ্যে অবস্থিত '' همزه '' লেখার শেষ ও চতুর্থ পদ্ধতিটি হলো: همزه আলিফ, ওয়াও বা ইয়ার উপরে লেখা হবে না; বরং লাইনেই স্বতন্ত্র-ভিন্নভাবে লেখা হবে। আর এই পদ্ধতি শুধু নিম্ন বর্ণিত দু'টি অবস্থায় অবলম্বন করা হবে।

ক. শব্দের মধ্যে অবস্থিত همزه টিতে فتحه হবে এবং همزه এর পূর্বের অক্ষরটি ألف ساكنه অথবা واو ساكنه অথবা واو مشدّده مفتوحه হবে। উদাহরণ, যথাক্রমে:

(ألف ساكنه পূর্বে فتحه হামযায়) = أبناءَهم ، يتساءَل ، كفاءَة

(واو ساكنه পূর্বে فتحه হামযায়) = مروْءَة ، توءَم

(واو مشدّده مفتوحه পূর্বে فتحه হামযায়) = بوَّءَهم

খ. শব্দের মধ্যে অবস্থিত همزه টিতে ضمه হবে এবং এর পূর্বের অক্ষরটি واو ساكنه অথবা واو مشدّده مفتوحه হবে। উদাহরণ, যথাক্রমে:

(واو ساكنه পূর্বে ضمه হামযায়) = يَسُوْءُهم ، ضَوْءُهم

(واو مشدّده مفتوحه পূর্বে ضمه হামযায়) = متبوَّءُهم

الهمزة فى آخر الكلمة
শব্দের শেষে অবস্থিত همزه লেখার পদ্ধতি

আরবী শব্দের শেষে همزه হলে এর অবস্থান অনুযায়ী همزه টি লেখা প্রসঙ্গে তিনটি নিয়ম জেনে রাখা প্রয়োজন।

১. হরকতযুক্ত অক্ষরের পর হামযা

الهمزة فى آخر الكلمة بعد حرف متحرك

আরবী শব্দের শেষে অবস্থিত همزه টির পূর্বের অক্ষরটি যদি حركت যুক্ত হয়, তাহলে همزه টি এর পূর্বের অক্ষর অনুযায়ী একটি حرف علت এর উপরে লেখা হবে। همزه টিতে কি حركت আছে তা দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। حرف علت তিনটি "ا" "و" "ي" অতএব উল্লেখিত নীতিমালায় همزه টি ঐ তিনটি অক্ষরের কোনো একটি অক্ষরের উপরই লেখা হবে। এর বিন্যাস নিম্নরূপ–

ক. শব্দের শেষে অবস্থিত همزه এর পূর্বের অক্ষরে فتحه হলে همزه টি লেখা হবে "ا" এর উপর। যথা: بَدَأَ ، لَجَأَ ، أقرَأَ ، يتَهيَّأَ

খ. همزه এর পূর্বের অক্ষরে ضمه হলে, همزه টি "و" এর উপর লেখা হবে। যথা: لُؤلُؤ ، يجرُؤ ، تباطُؤ.

গ. همزه এর পূর্বের অক্ষরে كسره হলে, همزه টি "ي" এর দাঁতের উপর লেখা হবে। যথা: يستهزِئ ، اِمرِئ ، التجِئ ، شاطِئ.

২. সাকিনযুক্ত অক্ষরের পর হামযা

الهمزة فى آخر الكلمة بعد حرف ساكن

আরবী শব্দের শেষে অবস্থিত همزه এর পূর্বের অক্ষরটি যদি ساكن হয়, তাহলে همزه টি লাইনে স্বতন্ত্র বা ভিন্নভাবে লেখা হবে, কোনো حرف علت এর উপরে লেখা হবে না। উল্লেখ্য همزه এর পূর্বের ساكن অক্ষরটি حرف صحيح অথবা ساكن ألف বা واو ساكن অথবা ساكن ياء ই হোক না কেন এতে কোনো পার্থক্য নেই।

همزه এর পূর্বের অক্ষরটি ساكن হলেই همزه কে ভিন্নভাবে লাইনে সাজিয়ে লেখা হবে। যথা: غناْء ، سماْء ، ماْء ، استرخاْء ، هُدُوْء ، سيْء ، دِفْء ، بذْء ، رَفْء.

৩ . শেষের হামযায় তানবীন

الهمزة فى آخر الكلمة اذا نونت بنون النصب

শব্দের শেষে همزه টিতে তানবীন হলে, همزه এর পর একটি আলিফ অতিরিক্ত লেখা হবে। যথা: جزءًا،عبئا،شيئا،هدوءًا.

তবে লক্ষণীয় যে, ঐ همزه এর পূর্বে আলিফ থাকলে, همزه এর পর আলিফ যোগ হবে না। যথা: ماءً ، هباءً ، عشاءً ، رداءً ، بناءً

الألف اللينة

আলিফে লীন লেখার পদ্ধতি

আলিফের পূর্বে فتحه হলে ঐ আলিফকে ألف لينة বলা হয়। আলিফে লীনে কোনো حركت হয় না, সর্বদাই ساكن থাকে। যথা: صالح ، سعاده ، ذا ، لها ইত্যাদি শব্দে অবস্থিত আলিফের পূর্বে فتحه আছে, তাই এই আলিফকে ألف لينة বলা হবে। উল্লেখ্য, এই আলিফ আরবী শব্দের মধ্যেও হয়, শেষেও হয়। হয় اسم ، فعل ، حرف সব ধরনের শব্দেই। তবে ঐ আলিফকে কখনো কখনো আলিফরূপে না লিখে ‘‘ ي ’’ রূপে লেখা হয়। মূলত আলিফই, তবে দেখতে ‘‘ ي ’’ এর রূপে দেখা যাবে। এ সম্পর্কীয় কয়েকটি নীতি নিম্নে লেখার প্রয়াস পাবো।

১. শব্দের মধ্যে আলিফ الألف اللينة فى وسط الكلمة

শব্দের মধ্যে আলিফ হলে ঐ আলিফ সর্বদাই লেখার ক্ষেত্রে আলিফরূপে লেখা হবে। حرف ، فعل ، اسم যে কোনো ধরনের শব্দে হোক, ঐ আলিফ মূলতই আলিফ হোক বা অন্য অক্ষর থেকে পরিবর্তিত হয়ে আলিফ হোক, সর্বাবস্থায়ই আলিফ রূপে লেখা হবে। যথা: صالح ، كان ، عاد

২. শব্দের শেষে আলিফ الألف اللينة فى آخر الكلمة

(الألف المتطرفة)

শব্দের শেষে আলিফ হলে حرف ، فعل ، اسم প্রত্যেকটিকে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে লেখা হবে।

এক. الحروف

শুধু চারটি حرف যথা: إلى ، على ، حتى ، بلى এই শব্দগুলোর শেষে আলিফ, তবে দেখতে ‘‘ ي ’’ এর মতোই দেখা যাচ্ছে। এগুলোকে সর্বদা ‘‘ ي ’’ রূপে লেখা হবে।

এই চারটি حرف ব্যতীত যাবতীয় حرف এর শেষের আলিফ–আলিফ রূপেই লেখা হবে। যথা: ألا ، عدا ، لولا ، لا ، كلا ، هيا ، لوما

দুই. الأسماء

اسم এর শেষে আলিফ الألف اللينة المتطرفة فى الأسماء

اسم দুই প্রকার مبنى ও معرب এই হিসেবে শব্দের শেষে আলিফ লেখার ক্ষেত্রেও ব্যবধান হয়।

১. اسم مبنى এর শুধু পাঁচটি শব্দ

أنَّى، متى، لدى، أُلى (اسم موصول بمعنى الذى)، أُولى (اسم إشارة) এর শেষে আলিফ। কিন্তু লেখার সময় ‘‘ ي ’’ এর রূপে লেখা হয়েছে।

এ পাঁচটি শব্দের শেষের আলিফ সর্বদাই ‘‘ي’’ এর রূপে লেখা হবে। এছাড়া যতো اسم مبنى আছে সব শব্দের শেষের আলিফ–আলিফ রূপে লেখা হবে। যথা: أنا ، هذا.

২. اسم معرب এর শেষে আলিফ

বিষয়টি দু'ভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন

এক. তিন অক্ষর বিশিষ্ট اسم معرب এর শেষে আলিফ

উল্লেখ্য যে, শব্দের শেষে অবস্থিত আলিফ সাধারণত ‘‘و’’ অথবা ‘‘ي’’ থেকে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। তাই اسم معرب টি যদি ثلاثى হয়, আর ى টি মূলত واو থেকে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়ে ‘ا’ এ পরিণত হয়ে থাকে, তাহলে ঐ আলিফটি সর্বদাই ‘‘ا’’ রূপে লেখা হবে। যথা: العصا ، الحجا ، الزرا.

কেননা ঐ সব শব্দের শেষের আলিফ واو থেকে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই আলিফটি আলিফ রূপে লেখা হয়েছে। তবে اسم معرب টি ثلاثى হওয়া সত্ত্বেও যদি শব্দের শেষের ‘‘ا’’ টি ‘‘ي’’ থেকে রূপান্তরিত হয়ে থাকে, তাহলে ঐ আলিফটি ‘‘ي’’ রূপে লেখা হবে। যথা: هدى ، تقى ، ورى এই শব্দগুলো اسم معرب ثلاثى তবে এর আলিফ ‘‘ي’’ রূপে লেখা হয়েছে। কারণ ঐ আলিফ ‘‘ي’’ থেকে রূপান্তরিত হয়েছে।

দুই. তিন অক্ষরাধিক اسم معرب এর শেষে আলিফ

اسم معرب তিন অক্ষরাধিক হলে এর শেষে অবস্থিত আলিফটি লেখার ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হবে।

ক. اسم معرب টি তিন অক্ষরের বেশী, এর শেষের অক্ষরটি আলিফ এবং আলিফের পূর্বে ‘‘ي’’ নেই, তাহলে আলিফটি নির্দ্বিধায় ‘‘ي’’ রূপে লেখা হবে। যথা: أخرى، مصطفى، وثقى، غظمى

প্রতিটি শব্দের শেষে আলিফ, কিন্তু লেখায় " ي " এর রূপে লেখা হয়েছে। কারণ শব্দগুলোতে মূল অক্ষর তিনের অধিক এবং আলিফের পূর্বের অক্ষর " ي " নয়।

খ. তিন অক্ষরের বেশী اسم معرب শব্দটির শেষের আলিফের পূর্বে যদি " ي " হয়, আর শব্দটি যদি عَلَم না হয়, তাহলে শেষের আলিফটি আলিফ রূপেই লেখা হবে। যথা: السجايا، المزايا، الدنيا.

গ. তিন অক্ষরের বেশী اسم معرب শব্দটির শেষের আলিফের পূর্বে " ي " আছে, কিন্তু শব্দটি যদি عَلَم হয়, তাহলে শেষে অবস্থিত আলিফটি " ي " রূপে লেখা হবে। যথা: يحيى এই শব্দে চারটি অক্ষর- ইয়া, হা, ইয়া, অতঃপর আলিফ। আলিফের পূর্বে "ي" আছে ঠিকই। কিন্তু শব্দটি عَلَم হওয়ার কারণে আলিফটি "ي" এর রূপে লেখা হয়েছে।

ঘ. الأعلام الأعجمية অনারবী عَلَم চাই তিন অক্ষর বিশিষ্ট বা এর অধিক হোক সর্বাবস্থায়ই শেষের আলিফ–আলিফ রূপে লেখা হবে। যথা: فرنسا ، طنطا ، روما ، إسبانيا ، أوروبا

উল্লেখিত পদ্ধতি থেকে চারটি নাম ব্যতিক্রম। এগুলো হলো: موسى ، عيسى ، كسرى ، بخارى

এ চারটি নাম عَلَم এবং অনারবী। কিন্তু ব্যতিক্রমভাবে শেষের আলিফটি " ي " রূপে লেখা হয়েছে।

তিন. الأفعال

فعل এর শেষে আলিফ الألف المتطرفة فى الفعل

فعل কে তার আক্ষরিক গঠন প্রক্রিয়া হিসেবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, তিন অক্ষর বিশিষ্ট فعل এবং তিন অক্ষরাধিক فعل তাই فعل এর শেষের আলিফটি লেখার ক্ষেত্রেও দু'টি আক্ষরিক গঠন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য রাখতে হবে।

১. তিন অক্ষর বিশিষ্ট فعل   الفعل الثلاثى

ক. তিন অক্ষর বিশিষ্ট فعل বা الفعل الثلاثى এর শেষ অক্ষরটি যদি "ا" হয় তাহলে দেখতে হবে "ا" টি মূলত "و" থেকে রূপান্তরিত হয়েছে, নাকি "ي" থেকে রূপান্তরিত হয়েছে। যদি "ا" টি "و" থেকে রূপান্তরিত হয়ে থাকে তাহলে "ا" টিকে "ا" রূপেই লেখা হবে। যথা: غزا ، عفا ، علا ، دعا ، غدا

এই শব্দগুলো ثلاثى فعل এগুলোর শেষ অক্ষর "ا" যার মূল হলো "و" তাই "ا" টি "ا" রূপে লেখা হয়েছে।

খ. শব্দের শেষের "ا" টি "ي" থেকে রূপান্তরিত হয়ে থাকলে "ا" টিকে "ي" রূপে লেখা হবে। যথা: سَعَى، مَشَى، هَوَى، جَرَى

এই শব্দগুলোও ثلاثى فعل এগুলোর শেষ অক্ষরও "ا" তবে "ي" রূপে লেখা হয়েছে, কারণ এর মূল হলো "ي"

দু'টি বিশেষ নীতিমালা   قاعدتان كليتان

ক. যে শব্দের প্রথম অথবা মধ্যের অক্ষর "و" হবে, এই শব্দের শেষে "ا" হলে, সর্বদাই "ا" টি "ي" রূপে লেখা হবে। যথা: وَقَى ، وَعَى ، هَوَى ، جَوَى

খ. যে শব্দের মধ্যের অক্ষর همزه হবে, এই শব্দের শেষে "ا" হলে সর্বদাই "ا" টি "ي" রূপে লেখা হবে। যথা:

بَأَى (من البأوِ ، وهو الفخر) **شَأَى** (من الشَأو ، بمعنى السَبْق)
فَأَى (من الفأو ، بمعنى الضرب)

বস্তুত আরবী ভাষায় একই ধরনের দু'টি হরফ একত্র হওয়া কাম্য নয়। তাই "ا" এর পর আরো একটি আলিফ হলে একে "ى" রূপে লেখা হবে।

২. তিন অক্ষরাধিক فعل　　الفعل الذى يزيد عن ثلاثة أحرف

যে فعل এ তিন অক্ষরের বেশী অক্ষর আছে, এর শেষে যদি " ا " হয় এবং আলিফের পূর্বের অক্ষর " ي " না হয় তাহলে " ا " টি "ي" রূপে লেখা হবে। যথা: استوى، انقضى، انتهى، استرضى

তবে আলিফের পূর্বে " ي " হলে " ا " টি " ا " রূপেই লেখা হবে। যথা: أحيا ، أعيا
শব্দ দু'টিতেই তিনের অধিক বা চারটি করে অক্ষর রয়েছে। কিন্তু শেষ অক্ষর " ا " এর পূর্বে " ي " আছে, তাই " ا " টি " ا " রূপেই লেখা হয়েছে।

ما يعرف به الواوى و اليائى
শব্দের মূল অক্ষর " و " বা " ي " জানার পদ্ধতি

শব্দের শেষে অবস্থিত " ا " কখনো " و " বা " ي " থেকে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এর মূল অক্ষরটি "و" ছিল নাকি "ي" ছিল, তা আরবী অভিধানের আলোকে জানা যায়। এছাড়া নিম্নবর্ণিত কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে-

১. যে শব্দের শেষে " ا " টি এসেছে ঐ শব্দটি اسم হলে এই আলিফের মূল অক্ষরটি জানার জন্য শব্দটিকে تثنيه বা جمع مؤنث سالم এ রূপ দিতে হবে। শব্দটির تثنيه অথবা جمع مؤنث سالم এ যদি " و " প্রকাশ পায় তাহলে বুঝতে হবে " ا " টির মূল হলো "و" আর " ي " প্রকাশ পেলে বুঝতে হবে এর মূল হলো " ي "
যথা: عصا ، قطا ، رحى ، حصى

শব্দ চারটির تثنيه: হলো: عصوان، قطوان، رحيان، حصيان
আর جمع مؤنث سالم হলো, عصوات، قطوات، رحيات،حصيات

এতে বুঝা গেল, '' عصا ، قطا '' এর আলিফের মূল হলো '' و ''
আর حصى ، رحى এর আলিফের মূল হলো '' ي ''

এছাড়া শব্দটি جمع হলে مفرد এর মাধ্যমে শব্দের মূল অক্ষরটি পাওয়া যাবে। যথা: الخطا ، الرُّبا এর مفرد হলো ''خطوة ، ربوة''

২- فعل এর ক্ষেত্রে শব্দের শেষে আলিফ হলে, ঐ আলিফের মূল অক্ষরটি জানার জন্য তিনটি পদ্ধতির কোনো একটি অবলম্বন করা যাবে।

ক. শব্দটিতে ضمير الرفع المتحرك যোগ করলেই মূল অক্ষরটি প্রকাশ পাবে। যথা: دعا،رنا،و سعى،بكى শব্দগুলোতে ضمير رفع যোগ করলে হবে: دعوتُ ، رنوتُ ، و سعيتُ ، بكيتُ،

دعونا، رنونا ، و سعينا ، وبكينا وغيرها.

খ. শব্দটিতে ألف تثنيه যোগ করা যায়, যথা:

دَعَوا ، رنوا ، و سَعَيا ، بَكَيَا.

গ. এভাবে শব্দটি ماضى হলে একে مضارع তে রূপান্তরিত করা হলেও মূল অক্ষরটি প্রকাশ পাবে। যথা:

دعا، يدعو. رنا، يرنو. سعى ، يسعى. بكى ، يبكى.

উপরোক্ত প্রতিটি পদ্ধতিই প্রমাণ করেছে যে, دعا، رنا শব্দ দু'টিতে '' ا '' এর মূল হলো '' و '' তাই '' ا '' টি নিজস্ব রূপে লেখা হয়েছে।

আর سعى ، بكى শব্দ দু'টিতে '' ا '' এর মূল হলো ''ي'' তাই '' ا '' টি '' ي '' রূপে লেখা হয়েছে।

ي এর বিন্দু কখন হবে   متى تنقط الياء في آخر الكلمة

শব্দের শেষে “ ي ” হলে এতে বিন্দু দু'টি বসবে কি না, এ বিষয়ে“ ي ” এর দু'টি অবস্থান জানা প্রয়োজন :

১. শব্দের শেষে অবস্থিত “ي” টি যদি অন্য কোনো অক্ষর থেকে রূপান্তরিত না হয়ে থাকে; মূলতই এটি “ي” যথা: يجارى، يرمى، يهدى، يأتى ইত্যাদি, শব্দের শেষের এই “ي” টিতে আধুনিক আরবী লেখায় অনেকেই نقطه প্রয়োগ করে না। বিশেষত মিসরীদের নিয়ম এমনটাই।

২. “ي” টি যদি মূল “ي” ই না হয়; বরং এটি আসলে “ا” কিন্তু লেখা হয়েছে “ي” রূপে, তাহলে এতে نقطه দেওয়াই যাবে না। যথা: إلى،حتى، تحلى، مصطفى، رمى، استعلى.

প্রতিটি শব্দের শেষে “ ا ” কিন্তু লেখা হয়েছে “ ي ” রূপে। তাই এই“ ي ” এর নিচে نقطه দেয়া নিষিদ্ধ।

آداب الإملاء
লেখা সম্পর্কীয় কতিপয় জ্ঞাতব্য

১. লেখককে প্রত্যেক বিজ্ঞজনদের প্রচলিত নিয়মনীতি অনুসরণ করা চাই। এমন কোনো নিজস্ব সংকেত বা নিজের রচিত নিয়মনীতি বা পরিভাষা ব্যবহার করা ঠিক নয়, যাতে পাঠক বিব্রত হয়। নিজস্ব কোনো পরিভাষা উল্লেখ করা যদি একান্ত জরুরী ও উপকারজনক হয়, তাহলে এর পূর্ণ বিবরণ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করতে হবে।

২. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে না লিখে স্পষ্ট ও মোটা বড় অক্ষরে লেখা সমীচীন। কেননা দৃষ্টি দুর্বলতা অথবা বিষয়ের সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য না থাকার কারণে অনেকেই এই লেখা থেকে উপকৃত হতে

অক্ষম হবে। হয়তো বার্ধক্য বা অন্য কোনো কারণে নিজেই এই পরিস্থিতির শিকার হতে পারে। ইমাম আহমদ (রহ.) তাঁর চাচাতো ভাই হাম্বল বিন ইসহাক কে সরু অক্ষরে লেখতে দেখে বলেন: এমন করে লিখিও না, যখন তুমি ঐ লেখার শরণাপন্ন হবে, হতে পারে তোমার সঙ্গে খিয়ানত করবে।[৩]

৩. আরবী مضاف এবং مضاف إليه একই লাইনে লেখা চাই। مضاف এক লাইনে এবং مضاف إليه ভিন্ন লাইনে, পৃথক পৃথকভাবে লেখা ঠিক নয়। এতে পাঠক বিব্রত হবে। অনেক ক্ষেত্রে মূল বিষয় পরিবর্তিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে عبد الرحمن بن فلان এবং عبد الله بن فلان ইত্যাদি বাক্যের عبد এক লাইনে এবং الله বা الرحمن থেকে বাক্যটি অপর লাইনে লেখা ঠিক নয়। কেননা হতে পারে পাঠক প্রথম লাইন ছেড়ে যে লাইনে الله অথবা الرحمن থেকে শুরু হয়েছে সেখান থেকে পড়া আরম্ভ করবে, অথবা দ্বিতীয় লাইনটি অপর পৃষ্ঠায় চলে গেছে, আর পাঠক সেই পৃষ্ঠা থেকে পড়া আরম্ভ করেছে, তখন তার বিব্রত না হয়ে উপায় নেই।

এভাবে- رسول الله - صلى الله عليه وسلم - বাক্যটির رسول শব্দটি এক লাইনে এবং অপর অংশটি ভিন্ন লাইনে লেখাও ঠিক নয়।

এভাবে যে সব বাক্য ভিন্ন করে লেখাতে অর্থ বিব্রতকর হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা ভিন্নভাবে না লিখে পুরো বাক্যটি একই লাইনে লেখা চাই। যথা: قَاتِلُ بن صفية فى النار এই বাক্যের প্রথম শব্দ তথা: قَاتِلُ শব্দটি যদি এক লাইনে লেখা হয়, আর পরের অংশটি যদি অপর লাইনে লেখা হয়, কোনো পাঠক যদি ابن صفية فى النار পড়ে, তাহলে অর্থ (نعوذ بالله تعالى) সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যাবে।[৪]

---

৩. তাদরীবুর রাবী। ২/৭১
৪. তাদরীবুর রাবী। ২/৭৪ জামিউল খতীব। ২৭

৪. সংকলক তার রচনাকে মূল গ্রন্থের সঙ্গে খুব যত্ন সহকারে মিলিয়ে দেখবে। যাতে করে লেখাতে কোনো ভুল-ত্রুটির সুযোগ না থাকে। ইমাম আখফাশ (রহ.) বলেন:

إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا.

একটি গ্রন্থ সংকলনের পর মূলগ্রন্থের সাথে যথাযথভাবে মিলানো হয়নি, অতঃপর এটি থেকে আরেকজন সংকলন করেছে, এভাবে শেষ পর্যন্ত মূল বিষয় বহির্ভূত একটি নতুন কিছুতে পরিণত হবে।[৫]

বর্তমানে বই পুস্তক কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করা হয়, কম্পিউটারে লেখার সময় অকল্পনীয় পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে থাকে। গভীর মনোযোগের সাথে যত্ন সহকারে এবং অভিজ্ঞ লোকের মাধ্যমে তা সংশোধন না করা হলে নির্ভুল কিছু উপহার দেয়ার আশাই করা যায় না।

৫. আল্লাহ তায়ালার নামের সাথে تعالى، عزوجل অথবা سبحانه ইত্যাদি কোনো প্রশংসামূলক শব্দ যোগ করা উচিত।

এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম শেষে صلاة وسلام লেখায় উদাসীন হওয়া ঠিক নয়। কারণ এতে কষ্টের তুলনায় লাভ অনেক বেশী। একেক বার দরূদ ও সালামের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে দশ দশটি করে রহমত অবতীর্ণ হয়। তাই এতে অবহেলা করা মানেই বিরাট পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হওয়া। অতএব মুসতাহাব হলো দরূদ ও সালাম লেখার সাথে মুখেও পড়ে নেয়া।

দরূদ ও সালামে দু'টি বর্জনীয় বিষয় :

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামের পর দরূদ ও সালাম লেখার ক্ষেত্রে আমাদের দু'টি অশুভ আচরণ পরিহার করা প্রয়োজন :

ক. শুধু صلاة অথবা سلام লেখার উপর সীমাবদ্ধ থাকার অভ্যাস পরিহার করে উভয়টি একত্রে লেখার প্রচেষ্টা করা সমীচীন।

---

৫. আল কিফায়া, খতীব। ২৩৭

কেননা কুরআনে উভয়টি একত্রে বলার প্রতিই নির্দেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, ‘‘ صلوا عليه و سلموا تسليما’’ ‘‘তোমরা রাসূলের উপর صلاة এবং سلام যত্ন সহকারে প্রেরণ করো।’’[৬]

ইমাম হামযা আল কাত্তানী (রহ.) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম শেষে শুধু صلاة লিখে যেতাম। একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখি, তিনি বলেন: তুমি আমার প্রতি দরূদ পূর্ণ করো না কেন? অতঃপর আমি আর অসম্পূর্ণ দরূদ লেখিনি, দু’টি একত্রে লিখেছি।[৭]

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ ও সালাম লেখা ও পড়ার ক্ষেত্রে ‘‘صلعم’’ বা ‘‘ ص، صد ’’ ইত্যাদি সংকেত ব্যবহারে প্রচলন থেকে বেরিয়ে আসা জরুরী। ইমাম সুয়ূতী (রহ.) লেখেন: يقال : إن أول من رمزهما بـ ’’ صلعم ‘‘ قطعت يده
“ দরূদ ও সালামের সংকেত ‘‘صلعم’’ যে প্রচলন শুরু করেছে, আল্লাহ তায়ালা তার হাত কেটে (ধ্বংস করে) দিক”।[৮]

৬. সাহাবাগণের নাম শেষে ‘‘رضى الله عنه’’ এবং উলামায়ে কিরাম ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের নামে ‘‘رحمه الله’’ ইত্যাদি লেখা সমীচীন। তবে সাহাবায়ে কিরামের একেক জনের ক্ষেত্রে একেক ধরনের শব্দের মাধ্যমে তাঁদের মাঝে ব্যবধান করা ঠিক নয়। বর্তমানে শিয়া সম্প্রদায় এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কিছু লোক সাহাবী আলী (রা.) এর নাম শেষে: ‘‘كرم الله وجهه’’ এবং ‘‘عليه السلام’’ ইত্যাদি লিখে থাকে। অথচ অন্যান্য সাহাবীগণের নাম শেষে অন্য ধরনের শব্দ লিখে থাকে। এমনটা অনেক ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের অবমাননা ও তাঁদের মধ্যে ভিত্তিহীন শ্রেণী বিভেদ সৃষ্টির নামান্তর। আল্লাহ তায়ালা আমাদের হেফাজত করুন। আমীন !

---

৬. আহযাব। ৫৬
৭.তাদরীবুর রাবী। ২/৭৬-৭৭
৮. প্রাগুক্ত। ২/৭৭

الفصل الثانى

علامات الترقيم

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিরাম চিহ্ন

الفصل الثانى: علامات الترقيم
দ্বিতীয় অধ্যায়: বিরাম চিহ্ন

আমরা মুখে কথা বলার সময় তাড়াতাড়ি হুড়মুড় করে সব কথা এক শ্বাসে বলে ফেলি না। কথার ফাঁকে ফাঁকে থামি, শ্বাস নেই, শ্রোতাদের বুঝার জন্য বিরতি নেই। সেই থামার আবার রকমফের আছে– কখনো বেশীক্ষণ থামি, কখনো অল্পক্ষণ। গলার স্বর উঠানামা ও বর্ণনা ভঙ্গিমায় বক্তার মেজাজ ধরা পড়ে। ফুটে উঠে অবাক হওয়া, প্রশ্ন করা, অনুরোধ জানানো বা ধমক দেয়ার ভাবভঙ্গিমা। কিন্তু কথা না বলে যদি লিখতে হয়, লেখার মাধ্যমেই যদি কাউকে তার মনোভাব প্রকাশ করতে হয়, প্রয়োজন হবে কিছু চিহ্ন ব্যবহারের। ঐ চিহ্নগুলোই লেখকের মনোভাবের প্রতি ইঙ্গিত বহন করবে। ঐ চিহ্নগুলোকেই আরবী ভাষায় বলা হয় علامات الترقيم আর বাংলা ভাষায় এরই নাম "বিরাম চিহ্ন" অথবা "যতি চিহ্ন" উল্লেখ করা হয়। সব ভাষাতেই লেখকের মনোভাব পাঠককে যথাযথ অনুধাবনের ক্ষেত্রে বিরাম চিহ্ন প্রয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম। বিরাম চিহ্ন ব্যতীত লেখকের মনোভাব পাঠকের জন্য বুঝা শুধু কষ্টসাধ্যই নয়; বরং কখনো বিপরীত বা অকল্পনীয় অর্থও প্রকাশ পেতে পারে। এ পরিসরে ছোট একটি গল্পের মাধ্যমে অধ্যায়টি সূচনা করার চেষ্টা করবো।

জনৈকা ভদ্র মহিলা দাঁড়ি কমা বা বিরাম চিহ্ন সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞান নেই। সে তার প্রবাসী স্বামীর প্রতি একটি চিঠি লেখে। এতে দাঁড়ি কমা বলতে কিছুই প্রয়োগ করেনি। তার স্বামী ঐ চিঠি থেকে কোনো মর্ম বুঝতে পারে না। তাই একটি রোলার ও পেনসিল হাতে নিয়ে দুই ইঞ্চি পর পর একটি করে দাঁড়ি টানে। অতঃপর চিঠিটির মর্ম নিম্নরূপ প্রকাশ পায়–

ওগো! সারাটি জীবন বিদেশে কাটালে এই ছিলো। তোমার কপালে আমার পা। আরও ফুলিয়া উঠিয়াছে উঠানটা। জলে ডুবিয়া

গিয়াছে ছোট খোকা। স্কুলে যাইতে চায় না ছাগলটা। শুধু ঘাস খাইয়া ঝিমাইতেছে তোমার বাবা। পেটের অসুখে ভুগিতেছে বাগানটা। আমে ভরিয়া গিয়াছে ঘরের ছাদ। স্থানে স্থানে ফুটা হইয়া গিয়াছে গাভীর পেট। দেখিয়া মনে হয় বাচ্চা দিবে করিমের বাপ। রোজ আধা সের দুধ দেয় বড় বউ। রান্না করিতে গিয়া হাত পোড়াইয়া ফেলিয়াছে কুকুর ছানাটি। সারাদিন লেজ নাড়িয়া খেলা করে বড় খোকা। দাড়ি কাটিতে গিয়া গাল কাটিয়া ফেলিয়াছে নুরীর মা। প্রসব বেদনায় ছটফট করিতেছে নুরীর বাপ। বার বার ফিট হইয়া যাইতেছে ডাক্তার। সাহেব আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। এমতাবস্থায় তুমি অবশ্যই বাড়ী আসিবে না। আসিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইব।

ইতি

অথচ চিঠিটির ভাবার্থ ছিল নিম্নরূপ-

ওগো! সারাটি জীবন শুধু বিদেশে কাটাইলে। এই ছিলো তোমার কপালে। আমার পা আরও ফুলিয়া উঠিয়াছে। উঠানটা জলে ডুবিয়া গিয়াছে। ছোট খোকা স্কুলে যাইতে চায় না। ছাগলটা শুধু ঘাস খাইয়া ঝিমাইতেছে। তোমার বাবা পেটের অসুখে ভুগিতেছে। বাগানটা আমে ভরিয়া গিয়াছে। ঘরের ছাদ স্থানে স্থানে ফুটা হইয়া গিয়াছে। গাভীর পেট দেখিয়া মনে হয় বাচ্চা দিবে। করিমের বাপ রোজ আধা সের দুধ দেয়। বড় বউ রান্না করিতে গিয়া হাত পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। কুকুর ছানাটি সারাদিন লেজ নাড়িয়া খেলা করে। বড় খোকা দাড়ি কাটিতে গিয়া গাল কাটিয়া ফেলিয়াছে। নুরীর মা প্রসব বেদনায় ছট-ফট করিতেছে। নুরীর বাপ বার বার ফিট হইয়া যাইতেছে। ডাক্তার সাহেব আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। এমতাবস্থায় তুমি অবশ্যই বাড়ী আসিবে। না আসিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইব।

প্রিয় পাঠক ভাইয়েরা! আশা করি ছোট ঘটনাটি বিরাম চিহ্ন প্রয়োগের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ে যথেষ্ট রেখাপাত করবে। বুঝে আসবে লেখকের মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের গুরুত্ব কতো অপরিসীম। আমরা এই অধ্যায়ে আরবী ভাষায় প্রচলিত বিরাম চিহ্ন কয়েকটি বিন্যাসের প্রয়াস পাবো।

১. " النقطة " (.) Full stop

আরবীতে বলা হয় " نقطة " ইংরেজীতে বলে Full stop বাংলা ভাষায় এই চিহ্ন নেই। তবে এর স্থানে প্রতি শব্দ দাঁড়ি ব্যবহার হয়। نقطه এর প্রয়োগ স্থান নিম্নরূপ-

ক. পরিপূর্ণ একটি বাক্যের শেষে نقطه বা Full stop ব্যবহৃত হবে। যথা: لا يحلّ لمسلم أن يغضب والديه.

খ. একটি বিষয় সমাপ্ত করে অপর বিষয় বা প্রাসঙ্গিক বিষয় শুরুর পূর্বে ব্যবহৃত হবে। যথা:

أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصاره. وحد الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب.

গ. কোনো শব্দ সংক্ষেপ করা হলে, যথা: (هـ.) (م.) শব্দ দু'টি هجرية ও ميلادية এর সংক্ষেপ। এভাবে (د.) الدكتور এর সংক্ষেপ।

তবে অন্য কিছুর সঙ্গে মিলে সংশয় সৃষ্টির সম্ভাবনা হলে, ঐ نقطه পরিহার করা হবে। যথা: ج. ١ ص.٣ এখানে جلد নাম্বার এক এবং পৃষ্ঠা নাম্বার তিন বুঝানো হচ্ছিল। কিন্তু হয়তো কেউ এক কে দশ এবং তিন কে ত্রিশ নির্ণয়ের সংশয়ে নিপতিত হতে পারে। তাই এখানে তা পরিহারযোগ্য।

ঘ. আরবী গ্রন্থপঞ্জী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গ্রন্থপ্রণেতার নাম, কিতাবের শিরোনাম ও প্রকাশনা পরিচিতি ইত্যাদির মাঝে ব্যবধান নির্ণয়ের জন্য نقطه ব্যবহার হবে। যথা:

اللكنوى. محمد عبد الحى. الرفع و التكميل فى الجرح و التعديل. دار الكتب العلمية بيروت.

২. الفاصلة (،) Comma

ছোট ছোট কাটা বাক্য ব্যবহার করা হলে " النقطه " বা দাঁড়ি দিয়েই কাজ চালানো যায়। কিন্তু আমরা কি সব সময় এমনি সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহার করি? তা তো নয়। প্রয়োজন অনুযায়ী কথা কম হবে, বেশী হবে; তাই বাক্যও ছোট হবে, বড় হবে। আর তখনই দরকার পড়ে অন্যান্য বিরাম চিহ্নের। এরই মধ্যে একটি চিহ্নের নাম ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় 'কমা' বলে। আরবীতে বলে فاصله একেই আবার فصله ও شوله নামকরণ করা হয়ে থাকে। এই কমা চিহ্নটি نقطه এর তুলনায় অল্পক্ষণ বিরতি বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর কয়েকটি প্রয়োগ ক্ষেত্র নিম্নরূপ–

ক. الألفاظ المتعاطفة এর মাঝে কমা হবে। যথা:

إنّ الحياء، أو التردد، أو الخوف من سؤال المشرف لا ينبغى.

খ. جملة المتعاطفة এর মাঝে কমা হবে। যথা:

ينبغى على كل طالب: أداء الفريضة، و اتباع السنة، ومذاكرة الأسباق.

গ. বাক্যে উল্লেখিত প্রতি শব্দের মাঝে মাঝে কমা হবে। যথা:

لا تذاكر من غموض، و خفاء.

ঘ. কোনো একটি বিষয়কে কয়েক ভাগে ভাগ করা হলে, প্রতিটি প্রকারের মাঝে কমা হবে। যথা:

الكلمة ثلاثة أنواع: الاسم، و الفعل، و الحرف.

ঙ. شرط এবং جزاء এর মাঝে কমা হবে। যথা:

إذا فاتك الحياء، فافعل ما شئتَ

চ. قسم এবং جواب قسم এর মাঝে, যথা:

والذى نفسى بيده، لأفعلنَّ كذا.

ছ. منادى এর পর, যথা: يا محمد، اكتب الدرس.

জ. পত্রে বা যে কোনো লেখায় সম্বোধন সূচক শব্দ লেখার পর, যথা: أُخى الكريم، تقبَّل منى...

ঝ. পত্রের শেষে দস্তখতের পূর্বে সমাপ্তি বাক্যের পর, যথা:

مع أزكى التحية، المقدِّم، العارض،

ঞ. প্রশ্নের উত্তরে "نعم" অথবা "لا" বলা হলে, ঐ "نعم" বা "لا" এর পর কমা হয়। যথা:

قرأتَ؟ نعم، رأيتَ؟ لا،

৩. الفاصلة المنقوطة (؛) Semi colon

কমা আর সেমিকোলোনের প্রয়োজনীয়তার ধরনটা প্রায় একই। তবে কমা থাকলে যতটুকু থামা হবে, সেমিকোলোন থাকলে আরো বেশী থামতে হবে। সেমিকোলোন প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলো নিম্নে উদাহরণসহ উপস্থাপন করা হলো–

ক. এমন দু'টি বাক্যের মাঝে, যার প্রথমটি سبب এবং দ্বিতীয়টি مسبب অথবা প্রথমটি مسبب এবং দ্বিতীয়টি سبب হবে। উদাহরণ, যথাক্রমে:

ما حضر زيد فى المحاضرة؛ فرسب فى الاختبار.

رسب أخوك فى الاختبار؛ لأنه لم يحسن فى الإجابة.

খ. একই অর্থবোধক দীর্ঘ দু'টি বাক্যের মাঝে সেমিকোলোন প্রয়োগ হবে। যথা:

إذا رأيتم الخير، فخذوا به ؛ و إن رأيتم الشر، فدعوه.

৪. النقطتان (:) Colon

কোলোন চিহ্নটি সাধারণত বাক্যের অন্তর্গত বিষয়ের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও বিশদ বর্ণনার ইঙ্গিত হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। নিম্নে এমন কয়েকটি স্থান উল্লেখ করা হলো :

ক. আরবী قال থেকে নির্গত যে কোনো শব্দের পরে এবং قال এর সমার্থবোধক শব্দের পরেও কোলোন প্রয়োগ হয়। যথা:

وهو يقول: اقرأ

أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: إنما...

قال زيد: اكتب الدرس.

نصحنى أستاذى: لا تستمعوا إلى مقالة السوء.

খ. কোনো জিনিসকে ভাগ করা হলে, ভাগগুলোর পূর্বে কোলোন হবে। যথা:

الكلمة ثلاثة أنواع: الاسم، و الفعل و الحرف.

গ. কোনো শব্দ বা বাক্যের ব্যাখ্যা করা হলে ঐ শব্দ বা বাক্যের পর পর কোলোন হবে। যথা:

توحيد الألوهية: إفراد الله بالعبادة.

ঘ. যে কোনো উদাহরণের পূর্বে, যথা:

تحذف نون المثنى عند إضافته، مثل: تبت يدا أبى لهب.

ঙ. উদ্ধৃতি হিসেবে উল্লেখিত বাক্যের পূর্বে। যথা:

سمعتُ من كلام الملك فهد: " لن نألوا جهداً فى التيسير على الحجاج".

৫. الشرطة (-) Hyphen

বাংলা ও ইংরেজীতে হাইফেন ও ড্যাশ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। হাইফেনের দ্বিগুণ লম্বা হয় ড্যাশ। হাইফেন বা ড্যাশ কোনোটিই আরবী شرطه এর সরাসরি সমঅর্থ বুঝাবে না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই দু'চিহ্নের কোনো একটির স্থলে شرطه প্রয়োগের প্রচলন আছে। আরো জানার বিষয় যে, হাইফেন বা ড্যাশ কোনোটিই বিরাম চিহ্ন নয়; বরং এগুলোকে সংযোগ বা বিভাজন চিহ্ন বলা যেতে পারে। আরবী شرطه এর প্রয়োগ ক্ষেত্র নিম্নরূপ–

ক. যে কোনো সংখ্যা এবং এর পরবর্তী বিষয়ের বিভাজনের জন্য شرطه ব্যবহৃত হয়। চাই ঐ সংখ্যাটি সংখ্যায় হোক বা কথায় হোক। যথা:

١ - ... ...   ٢- ... ...   ٣ - ...

ا - ...   ب - ...   ج - ...

الأول - ... ...   الثانى - ... ...   الثالث - ... ...

বি.দ্র.

উপরোল্লেখিত নীতিমালাটি আরবী ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তবে বাংলা ভাষায় এসব নাম্বারের পর বর্তমানে বিন্দু (.) ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

খ. একই বক্তার কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে বক্তার নাম বার বার উল্লেখ না করে, এর স্থলে লাইনের শুরুতে شرطه ব্যবহার হয়। যথাঃ

قال معاوية لعمرو بن العاص: ما بلغ من عقلك؟.
- ما دخلتَ فى شيء إلا خرجتَ منه.
- أما انا فما دخلتُ فى شيء قط ، وأردتُ الخروج منه.

৬. الشرطتان أو علامة الاعتراض (– –)

Double Hyphen

মূল আলোচনার সাথে সরাসরি সম্পর্ক নেই এমন কোনো শব্দ বা বাক্য দু'টি হাইফেনের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়। সাধারণত এতে دعاء , نداء , এবং توضيح বা প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা জাতীয় শব্দ অথবা বাক্য সংরক্ষিত হয়। উদাহরণ যথাক্রমে–

الدعاء: الحسد– أبقاك الله – داء ينهك الجسد.
النداء : حدِّثْني – يا زيد – بحديث بعض الملوك.
التوضيح : هذه الرسالة ملخص – بتصرف – من كتاب كذا.

৭. علامة التنصيص (“ ”)

উদ্ধৃতি চিহ্ন Inverted Commas

গবেষণা গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে কোনো ব্যক্তি বিশেষের উক্তি এবং বিভিন্ন বই পুস্তকের উক্তি গ্রহণ করা হয়। ঐ সব উক্তি ও উদ্ধৃতিগুলোকে একটি চিহ্নের মধ্যে সংরক্ষণ করতে হয়। যাতে করে পাঠক সহজেই লেখকের বক্তব্য এবং সংকলিত উক্তি ও উদ্ধৃতি

পার্থক্য করতে পারে। বুঝতে পারে উদ্ধৃতির শুরু এবং শেষ কোথায়। চাই সে উক্তি কুরআন, হাদীস, অন্য কোনো গ্রন্থ বা যে কোনো ব্যক্তিরই হোক না কেন। ঐ চিহ্নকে উদ্ধৃতি চিহ্ন বা Inverted Comma বলা হয়। উদ্ধৃতি চিহ্ন দু'ধরনের হয়ে থাকে: এক উদ্ধৃতি (' ') এবং জোড়া উদ্ধৃতি (" ") উদাহরণ–

١- قال الله تعالى : " ومن يكفر بالإيمان حبط عمله " (مائدة – ٥)
٢- وقال رسول الله- صلى الله عليه و سلم- : " إنما الأعمال بالنيات." (بخارى)
٣- وقال الخطيب : " من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ و ليأخذ قلم التخريج."
٤- وقال أستاذى : " أودُّ أن تقرأ الكتاب "

৮. القوسان ( ) প্রথম বন্ধনী Brakets

নিম্ন বর্ণিত কয়েকটি উদ্দেশ্যে প্রথম বন্ধনী প্রয়োগ করা হয়-

ক. ধারাবাহিক আলোচনার মধ্যে কোনো শব্দ বা বাক্যের ব্যাখ্যা করা হলে, ঐ ব্যাখ্যাটিকে বন্ধনীতে আবদ্ধ রাখা হয়। যথা:

وجد عليه وجدا شديدا (اى حزن)

খ. ধারাবাহিক আলোচনার কোনো বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য পেশ করা হলে ঐ অতিরিক্ত তথ্য, বন্ধনীতে রাখা হয়। যথা:

دخل عليه حسّان (كان شاعرا زاهدا) فقال ...

গ. ধারাবাহিক আলোচনার মধ্যে উদ্ধৃতি নাম্বার এবং কখনো কখনো উপশিরোনামের নাম্বারগুলোকেও বন্ধনীতে আবদ্ধ রাখা হয়। যথা:

(١) (٢) (أ) (ب)

৯. المعكوفان [ ] তৃতীয় বন্ধনী 3rd Brackets

ধারাবাহিক আলোচনার মধ্যে বিশদ ব্যাখ্যা অথবা প্রাসঙ্গিক অতিরিক্ত কোনো দীর্ঘ বাক্য তৃতীয় বন্ধনীতে আবদ্ধ রাখা হয়। এছাড়া উদ্ধৃত বাক্যে সংশোধন বা সংযোজন করা হলে তাও থাকবে এতেই।

১০. علامة الحذف (...) উহ্য চিহ্ন Sign. of Gap

বাংলা ভাষায় বর্জন চিহ্ন বা ত্রিবিন্দু (...) বলা হয়। হুবহু সংকলিত বাক্য বা উদ্ধৃত বাক্য থেকে কোনো কথা বাদ দেয়া হয়েছে, বোঝানোর জন্য ত্রিবিন্দু ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ

ومن يكفر بالايمان ... من الخاسرين.
الحمد لله ...

১১. علامة الاستفهام (؟)
প্রশ্নবোধক চিহ্ন Sign. of Interrogation

প্রশ্নবোধক বাক্যে প্রশ্ন চিহ্ন علامة الاستفهام প্রয়োগ হয়। বাক্যে حرف استفهام উল্লেখ হোক বা উহ্য, উভয় অবস্থাতেই বাক্যের শেষে দাঁড়ির পরিবর্তে এই চিহ্নটি প্রয়োগ হবে। যথা:

١. أهذا كتابك؟ ٢. هل وجدت كتابك؟
٣. تسمع الكلام المذوب و تسكت؟

উল্লেখ্য, প্রথম ও দ্বিতীয় উদাহরণে حرف استفهام যথাক্রমে "ا"এবং "هل" উল্লেখ আছে। তৃতীয় উদাহরণে حرف استفهام উল্লেখ না হলেও উহ্য মানতে হবে, যা বর্ণনা ভঙ্গিমায় বুঝা যাচ্ছে। তাই এই বাক্যের শেষেও প্রশ্নবোধক চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়েছে।

(!) علامة التأثر أو علامة التعجب أو علامة الانفعال .১২
বিস্ময় চিহ্ন Note of Exclamation

বাক্যে বিস্ময়ের কোনো ব্যাপার বোঝালে ঐ বাক্যের শেষে দাঁড়ির পরিবর্তে বিস্ময় চিহ্ন (!) প্রয়োগ হবে। এছাড়া দু'আ, আবেদন, আর্তি, হতাশা, আনন্দ ও সম্মতি ইত্যাদি মনোভাব বা মনের গতি ও অনুভূতি প্রকাশ করে এমন বাক্যের শেষে এই চিহ্ন ব্যবহার হয়। কয়েকটি উদাহরণ :

ما أعظم المصطفى عليه السلام ! وما ألطف خلقه ! رعى الله المسلمين ! آمين !

প্রশ্নবোধক বাক্যে যদি বিস্ময় বা মনের অনুভূতি প্রকাশ করা হয় তাহলে দু'টি চিহ্নই একত্রে উল্লেখ হবে। যথা:

ما هذا ؟ ! لم فعلتَ هذا ألا تستحي ؟!

উল্লেখ্য, বিস্ময় চিহ্ন ও প্রশ্ন চিহ্ন সাধারণত বাক্যের শেষেই প্রয়োগ হয়। তবে বাক্যের ভিতরে কোনো অংশ যদি এমন এসে যায়, তাহলে সেখানেও ঐ চিহ্ন প্রয়োগ করা যাবে। তবে এমতাবস্থায় চিহ্নটি বন্ধনীতে থাকবে। যথা:

ما هذا الرجل (!) لا يأكل منذ شهر.

شكل الكلمة المبهمة

বিব্রতকর শব্দে حركت লাগানোর নিয়মনীতি

আলোচনার ফাঁকে অনেক সময় এমন কিছু শব্দ এসে থাকে যা পড়তে পাঠককে বিব্রত হতে হয়। সংশয়ে পড়তে হয় একটি শব্দের কারণে পুরো বাক্যটি বুঝতে। এ ধরনের শব্দে حركت দেয়া থাকলে পাঠক তা সহজে পড়তে পারে, বুঝতে পারে এর মর্ম। বিরাম চিহ্ন যেমন আলোচনা বুঝার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে, مبهم শব্দে حركت দেয়া হলেও এমনটাই হয়। তাই বিরাম চিহ্ন প্রয়োগের বিষয়টি আলোচনার পর مبهم শব্দে حركت দেয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা জরুরী মনে করি।

লেখক তার প্রবন্ধ নিজেই উচ্চস্বরে পড়বে, যে শব্দগুলো পড়তে নিজেই বিব্রত হয় অথবা মনে করে যে পাঠক বিব্রত হবে এই শব্দগুলোতে حركت লাগাতে হবে।

বিশেষভাবে যে সব শব্দ লক্ষণীয়: তন্মধ্যে রয়েছে فعل مجهول এবং যে সব শব্দে কোনো ভুল পদ্ধতি চালু আছে এর সঠিক حركت লেখা খুবই জরুরী।

অস্পষ্ট ও অপরিচিত اسم (বিশেষ্যে) حركت দেয়াও অতি জরুরী। কেননা অনুমান বা কোনো নীতিমালার মাধ্যমে اسم এর حركت ঠিক করা সম্ভব নয়। নয় আগে পরের আলোচনা থেকে বুঝারও কোনো উপায়।

উল্লেখ্য যে, গবেষণামূলক গ্রন্থের প্রতিটি শব্দে বা অধিক পরিমাণ শব্দে حركت লাগানোর নিয়ম নেই। তাই حركت লাগানোর ক্ষেত্রে শুধু مبهم শব্দ নির্বাচন করাই রচনার পরিপূর্ণতা রক্ষায় প্রশংসনীয় হবে।

الفصل الثالث

مناهج البحث

তৃতীয় অধ্যায়

আরবী থিসিস (Thesis) লেখার নীতিমালা

তৃতীয় অধ্যায়
আরবী থিসিস (Thesis) লেখার নীতিমালা

আরবী থিসিস কী ?

আরবী থিসিস বা গবেষণা গ্রন্থ বলতে কী বুঝায়, এর বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে: " নির্দিষ্ট কোনো একটি বিষয়ে যথাযথ নিয়মনীতি ও প্রাসঙ্গিক কিছু মূলনীতির আলোকে বিশেষ এক ধরনের গবেষণাকে থিসিস বলে।"

আরবী ভাষায় এরই নাম بحث বা رساله ও مقاله ইত্যাদি বলে থাকে। আর ইংরেজিতে বলে: Thesis (থিসিস) বা নির্দিষ্ট বিষয়ে গঠনমূলক রচনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুল প্রচলিত একটি শব্দের নাম থিসিস। বাংলা ভাষায় এর প্রকৃত অর্থবোধক কোনো প্রতিশব্দ নেই। তবে ভাবার্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে নিবন্ধ, রচনা, গবেষণা গ্রন্থ ইত্যাদিতে অভিহিত করা যায়।

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এ অধ্যায়ে অধিকাংশ স্থানে থিসিস শব্দটাই ব্যবহার করবো।

থিসিস বা রচনার প্রকার

মান বা শ্রেণীগতভাবে গবেষণামূলক রচনাকে দু'স্তরে ভাগ করা হয়,

এক. البحوث التدريبية (তাদরীবী রচনা)

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্তরের প্রশিক্ষণমূলক রচনা। যা "البكالوريوس" (Bachelor) ডিগ্রি হিসেবে পরিচিত।

দুই. البحوث العلمية (জ্ঞানগর্ভ রচনা)

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বা শেষ স্তরের চূড়ান্ত গবেষণামূলক রচনা। যা ক্রমান্বয়ে " الماجستر (Master) ও الدكتورة (Ph.D.) ডিগ্রি হিসেবে পরিচিত।

البحوث التدريبية তাদরীবী রচনা

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্তরে ডিগ্রি অর্জনের জন্য যে রচনা লেখা হয়, তাকে আরবীতে البحوث التدريبية বা প্রশিক্ষণমূলক রচনা বলা হয়। আর এই রচনার ভিত্তিতে যে ডিগ্রি প্রদান করা হয় একে " البكالوريوس" (Bachelor) ডিগ্রি বলা হয়।[৯]

মূল ও শাখাগত বই পুস্তক থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয় নির্বাচন, আহরণ, অত্যন্ত সুস্পষ্ট উপস্থাপন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে জ্ঞানগর্ভ আলোচনাই এ ধরনের রচনার আসল লক্ষ্য। এতে লেখকের নিজস্ব মতামত পেশ করার তেমন প্রয়োজন নেই।

৯.আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই Bachelor ডিগ্রি স্বীকৃত। বিষয় ভিত্তিক অর্জিত এই ডিগ্রি ব্যবহারের প্রচলিত পদ্ধতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

Bachelor of Arts সংক্ষেপে B. A.	بكالوريوس فى الفنون
Bachelor of Education সংক্ষেপে B. Ed.	بكالوريوس فى التربية
Bachelor of Science সংক্ষেপে B. Sc.	بكالوريوس فى العلوم
Bachelor of Comaerce সংক্ষেপে B. Com.	بكالوريوس فى التجارة
Bachelor of Medicine and Bachelors of Surgery সংক্ষেপে M. B. B. S.	بكالوريوس فى الطب و الجراحة

....

M. A.	ماجستر فى الفنون
M. Ed.	ماجستر فى التربية
M. Sc.	ماجستر فى العلوم
M. Come.	ماجستر فى التجارة

মূলত এ ধরনের রচনার উদ্দেশ্য থাকে নিম্নরূপ–

ক. রচনা লেখার নিয়মনীতির উপর ছাত্রদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং প্রাসঙ্গিক বই পুস্তকের সঙ্গে পরিচিত করা।

খ. বিভিন্ন বই পুস্তক থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু নির্বাচন ও মতানৈক্যপূর্ণ বিষেয়ে যথাযথ সমাধানের সৃজনশীল যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

গ. নির্বাচিত উক্তি ও বাক্য ইত্যাদিকে স্বাভাবিক ও ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে গঠনমূলক বিষয়বস্তু হিসেবে উপস্থাপনের উপযুক্ত করা।

البحوث العلمية জ্ঞানগর্ভ উচ্চতর গবেষণাপূর্ণ রচনা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পর্যায়ের ডিগ্রি মাস্টার ও ডক্টরেট অর্জনের জন্য যে রচনা (থিসিস) লেখা হয় তাকে আরবীতে البحوث العلمية বা জ্ঞানগর্ভ উচ্চতর গবেষণামূলক রচনা বলা হয়। এ পর্যায়ের রচনাতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্তভাবে বিস্তারিত গবেষণা পেশ করার দাবি রাখে। এতে গবেষক প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গবেষণার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। যাবতীয় মতামত, নির্দেশনা, যুক্তিতর্ক ও পরামর্শ সংগ্রহ করবে এবং ইনসাফের ভিত্তিতে যোগ্যতা ও দক্ষতার আলোকে পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা সমাধান, নিরসন পেশ করবে। মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মতামত উপস্থাপনের পর দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে নিজস্ব মতামত বা প্রাধান্য পেশ করবে। এই পর্যায়ের রচনার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিম্নোল্লেখিত দু'টি ডিগ্রি প্রদান করে থাকে-

١- الماجستر (Master-M.A.)

٢- الدكتورة (Doctor of Philosophy-Ph.D.)

এ জাতীয় রচনার বিষয়বস্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যে, যেই বিষয়ে রচনা পেশ করে ঐ বিষয়ে সে মাস্টার বা পিএইচডি. করেছে বলে অভিহিত করা হয়।

خصائص البحوث العلمية
থিসিস বা গবেষণাপূর্ণ রচনার বৈশিষ্ট্য

ইলমী রচনা বা জ্ঞানগর্ভ উচ্চতর একটি গবেষণা গ্রন্থ হিসেবে মনোনীত হওয়ার জন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরী। বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য দু'টি বিষয় নিম্নরূপ :

১. **الموضوعية** বিষয়ভিত্তিক আলোচনা। এ প্রসঙ্গে দু'টি দিক লক্ষণীয়:

ক. বিষয়বস্তুকে বিন্যস্ত করা ও শাখা প্রশাখা ভাগ ভাগ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। তবে পাঠক বিব্রত হয় এমন প্রাসঙ্গিক বিষয় সংযোজন থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

খ. অযথা ব্যক্তিগত আক্রোশমূলক আক্রমণ পরিহার একান্ত কাম্য।

২. **المنهجية** বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় নিয়মনীতি ও ধারাবাহিকতার লক্ষ্য রাখা। সহজ সরল, প্রাঞ্জল ও প্রচলিত ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করা। সহজ মাধ্যমে শুরু করে পর্যায়ক্রমে কঠিন, জানা থেকে অজানার দিকে এবং সর্বজন স্বীকৃত বিষয় আলোচনার পর ক্রমান্বয়ে মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ের দিকে যাওয়া।

থিসিস বা রচনা লেখার কয়েকটি শর্ত

১. যে বিষয়ে রচনা লেখা হচ্ছে এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পরিপূর্ণ করা। যাতে অপ্রয়োজনীয় বিষয় যেমন স্থান পাবে না, অসম্পূর্ণ বলারও সুযোগ থাকবে না।

২. সহজে বুঝা যায় না এমন কঠিন ও অপ্রচলিত শব্দ ও বিব্রতকর ভাষা পরিহার করা।

৩. বিষয়বস্তু যথাসম্ভব সংক্ষেপে, হৃদয়গ্রাহী ও সুস্পষ্টভাবে আপন আপন ভাষা ও বর্ণনা ধারায় উপস্থাপন করা।

৪. আকর্ষণীয় ও যথাযথ ধারাবাহিকতার সাথে উপস্থাপনের জন্য গভীর ও সূক্ষ্মভাবে নিবেদিত থাকা।

৫. প্রতিটি বিষয়কে নতুন আঙ্গিকে ও আধুনিক ভাবধারায় পেশ করার চেষ্টা করা। অপর কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো বইয়ের ভাষা হুবহু চয়ন করা কোনোভাবেই কাম্য নয়। জনৈক আরব গবেষক কতোইনা সুন্দর লিখেছেন, আমি প্রত্যক্ষ করেছি, আজকের একটি লেখা আগামীকাল দেখেই মন্তব্য করবে, 'যদি বিষয়টি এভাবে পরিবর্তন করা হতো, ভালো হতো, এই সংযোজন করলে কতো চমৎকার হতো.....! এই উক্তি যেন এক অপূর্ব নতুনত্বের দাবি করছে, আমাদেরকে নতুন দিগন্তের প্রতি অনুপ্রাণিত করছে, জাতিকে নতুন আঙ্গিকে নতুন নতুন কিছু উপহার দেয়ার জন্য নিবেদিত হতে।

থিসিস/রচনা লেখকের গুণাবলী

উচ্চতর গবেষণামূলক রচনা যারা লিখবে তাদের মধ্যে কয়েকটি গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরী। অন্যতম কয়েকটি গুণাবলী নিম্নরূপ:

১. الرغبة যে কাজটি করবে এর প্রতি যথাযথ আগ্রহ থাকতে হবে। রচনা উন্নত ও সফল হওয়ার জন্য লেখকের আগ্রহ প্রথম শর্ত। কাজের প্রতি আগ্রহ থাকলেই এতে নিষ্ঠা, এখলাস ও সুদৃঢ় মনোনিবেশের আশা করা যায়। অতএব আগ্রহহীন কাজ, শ্রম ও সময় অপচয়ের নামান্তর মাত্র।

২. الشك العلمى যথেষ্ট গবেষণার আরো অভাব রয়ে গেছে বলে ধারণা করা। লেখক নিজের প্রতি এমন ধারণার ফলে তার আরো সুদৃঢ় ও নিশ্চিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা হবে। নিখুঁত কাজে সে বেশী উদ্বুদ্ধ হবে।

৩. سعة الاطلاع যে বিষয়ে রচনা লিখবে ঐ বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যাপনা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৪. العقلية التنظيمية বিষয় সুবিন্যস্ত করা, নিয়মতান্ত্রিকতা ও ধারাবাহিকতার আলোকে সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহীভাবে উপস্থাপনের যোগ্যতা অর্জন করা।

এ পরিসরে বিশেষ কয়েকটি গুণাবলী উল্লেখ করা হলো। এছাড়া যাবতীয় ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির আশ্রয় না নিয়ে ইনসাফ ও ন্যায় পরায়ণতার অনুসরণ করা ও মতামত গ্রহণ এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে আমানতের লক্ষ্য রাখা, রচনা সম্পর্কীয় বইপুস্তক ও আধুনিক উপায়

উপকরণ থেকে উপকৃত হওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন ইত্যাদি গুণাবলীও একজন গবেষণামূলক রচনা লেখকের মধ্যে কাম্য।

তবে থেকে যায় এসব অর্জনের উপায় কী! আসলে উদ্দেশ্য সঠিক হলে এবং ইচ্ছা আগ্রহ সুদৃঢ় হলে প্রতিটি ব্যক্তিই উপরোল্লেখিত গুণাবলী অর্জনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে।

মাদরাসার ছাত্ররা আজ হতাশ কেন?

বর্তমান ছাত্র সমাজের বিশাল অংশ তাদের সঠিক লক্ষ্য উদ্দেশ্যে সচেতন না। জানে না তারা তাদের ইচ্ছা আগ্রহ কী হবে? কেমন হবে? মূলত এ অভাবই ছাত্রদের বর্তমান হতাশার কারণ। লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সঠিক অনুভূতি ও সচেতনতাই একটি মানুষকে নিরলস পরিশ্রমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, অন্তরে সাহস যোগায়, প্রেরণা সৃষ্টি করে, সাময়িক রঙ তামাশা, কামনা বাসনা বিসর্জন দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অপ্রতিরোধ্য করে তুলে।

সত্যি বলতে আপনি যদি সুদৃঢ়ভাবে আপনার লক্ষ্য উদ্দেশ্য জানেন, বুঝতে পারেন আপনার গন্তব্য দূরে–বহু দূরে। আপনি ইলমে নববী অর্জনের শ্রেষ্ঠ পথিক। আপনি মহানবী (স.) এর প্রতিনিধি, দ্বীনের ধারক বাহক আপনি, তাহলে অবশ্যই আপনার পড়া লেখা ও কাজ কর্মের রূপ পাল্টে যাবে। আপনি প্রতিটি মুহূর্ত ও অবসর সময়কেও কাজে লাগাতে বাধ্য হবেন। সময়ের অপচয় প্রতিরোধ করবেন। আপনি কোনো ক্লাসে অনুপস্থিত থাকবেন না, আপনি কোনো পড়া না বুঝে সামনে আগাবেন না। আপন লক্ষ্যে পৌঁছতে বাধা হয় এমন কোনো প্রবঞ্চনাই আপনাকে গ্রাস করতে পারবে না। পারবে না এ জগতের মোহময় বাণী আর বস্তুবাদী কোনো চক্রান্ত আপনাকে বিপদগামী করতে।

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা, আমার একটি অনুভূতি, অবাস্তবও হতে পারে। আমাদের বর্তমান ছাত্র সমাজ, আমাদের অতীত ইতিহাস

থেকে দূরে–বহু দূরে। আমাদের নিকট অতীত সাক্ষী, শাইখুল ইসলাম আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) কতো অসীম কর্মফল রেখে গেলেন। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর কতো সংস্কার আর কতো বই পুস্তকের মাধ্যমে এই বিশ্ব ধন্য হয়েছে। ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) কেমন বিশাল বিশাল রচনা পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের ছাত্র জীবন আর আমাদের ছাত্র জীবন কি একই ধরনের? তাঁদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও চিন্তা চেতনা কি আমাদের সাথে মিল আছে? তাঁদের সময় কি আমাদের মতোই কেটেছে? এসব আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে। এসেছে আমাদের নিয়্যত আর লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঠিক করার সময়। এসেছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যায়ন করার চূড়ান্ত সময়। জীবন গড়ার সুবর্ণ সুযোগ আমাদের হাত ছাড়া হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়ার সোনালী সোপানগুলো। জেনে রেখো তোমার মাঝেই সুপ্ত আছে মহা মূল্যবান প্রতিভা। তোমাকেই একদিন শির উঁচু করে দাঁড়াতে হবে, ছিনিয়ে আনতে হবে শান্তি ও মুক্তির সূর্য, চিরকাঙ্ক্ষিত ফাতহে মুবীন। জাতি তোমাকে ইসতেকবাল করার জন্য প্রস্তুত। ইসতেকবাল গ্রহণ করার জন্য তোমাকে তৈরী হতে হবে। মানবতার কবি এদিকে অনুপ্রাণিত করার জন্যেই ডেকে বলছেন–

ঊষার রাতে অনাবাদি মাঠে ফলাবে ফসল যারা,
দিক দিগন্তে তাদের খুঁজিয়া ফিরিছে সর্বহারা।

اقتباس النصوص
উদ্ধৃতি সংকলনের নীতিমালা

اقتباس ইক্বতেবাস বলতে লেখক তার রচনায় প্রমাণ হিসেবে কুরআন, হাদীস এবং অন্যদের গ্রন্থ ও মতামত থেকে যে সব উদ্ধৃতি

উল্লেখ করে থাকে এগুলোকেই বুঝায়। নিম্নে ইক্বতেবাস বা উদ্ধৃতি গ্রহণের কয়েকটি নীতিমালা উল্লেখ করা হলো–

১. উদ্ধৃতি স্বাভাবিক এবং সীমিত পর্যায়ে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে হওয়া চাই। উদ্ধৃতিহীন রচনা যেমন লেখকের অধ্যাপনা শূন্যতার প্রমাণ করে, অতিমাত্রায় উদ্ধৃতি উল্লেখ করাতেও লেখকের অযোগ্যতার পরিচয় প্রকাশ করে।

২. কারো গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি বা কারো মতামত যদি হুবহু চয়ন করা হয়, আর তা অনূর্ধ্ব ৩/৪ লাইন পরিমাণ হয়, তাহলে এ ধরনের উদ্ধৃতি ও মতামতের উভয় পার্শ্বে প্রথম বন্ধনী (.....) অথবা একটি বা দু'টি করে ইনভারটেড কমা (উদ্ধৃতি চিহ্ন) ' .....' "....." দিতে হবে।

তবে তা যদি ৩/৪ লাইন এর অতিরিক্ত হয় তাহলে দু'পার্শ্বে বন্ধনী বা কমা দেয়ার প্রয়োজন হবে না; বরং লেখার সাইজ ধারাবাহিক লেখার তুলনায় ছোট হবে, লাইনের ফাঁকও অপেক্ষাকৃত কম হবে এবং উভয় পার্শ্বে (ডানে বামে) এক সেন্টিমিটার করে ছেড়ে দিয়ে লাইন সাজাবে। যথা :

....

....

....

....

....

আর যদি উদ্ধৃতি বা মতামত হুবহু উল্লেখ না করা হয়; বরং শুধু ভাবার্থ লেখা হয় তাহলে উপরোল্লেখিত কিছুই করতে হবে না। তবে হুবহু না গ্রহণ করার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য টীকায়, راجع انظر، بتصرف، বা দেখুন শব্দ লিখে উদ্ধৃতি গ্রহণকৃত বই পুস্তকের নাম, পৃষ্ঠা নাম্বার ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

৩. হুবহু গ্রহণকৃত উদ্ধৃতি থেকে যদি কোনো শব্দ অথবা বাক্য ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে এর প্রতি ইঙ্গিত হিসেবে ঐ স্থানে علامة الحذف (ফাঁকা থাকার চিহ্ন) তিনটি বিন্দু (...) বসাতে হবে।

আর কোনো শব্দ বা বাক্য বৃদ্ধি, ব্যাখ্যা বা সংশোধন হিসেবে সংযোজন করা হলে তা অবশ্যই তৃতীয় বন্ধনীর [ ] মধ্যে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. হুবহু গ্রহণকৃত উদ্ধৃতি যে গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হবে, এতে যে সব বিরাম চিহ্ন ইত্যাদি থাকবে, ঐ সব সহকারেই উদ্ধৃতি গ্রহণ করতে হবে।

ঐ গ্রন্থেও যদি উদ্ধৃতিটি অপর কোনো গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করে থাকে এবং এতে ইনভারটেড কমা (উদ্ধৃতি চিহ্ন) দেয়া থাকে তাহলে ঐ কমা সহকারে গ্রহণ করা হবে এবং তা প্রথম বন্ধনীতে সংরক্ষণ করতে হবে। যথা: (" ....")

৫. উদ্ধৃতি এবং ধারাবাহিক আলোচনার মধ্যে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা অতি জরুরী বিষয়। ধারাবাহিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে ভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি বা কারো মতামত এমনভাবে সংযোগ করতে হবে পাঠক যেন ভিন্ন সংযোজন হিসেবে মোটেই অনুভব করতে না পারে।

৬. মূল আলোচনায় সংযোজিত উদ্ধৃতি বা মতামত লেখা সমাপ্ত হওয়ার পর একটি নাম্বার বসবে। ঠিক ঐ নাম্বারটি টীকার স্থানে পুনরায় লিখে একটি ড্যাশ দিয়ে সেখানে যে পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে এর শিরোনাম, লেখকের নাম, খণ্ড ও পৃষ্ঠা নাম্বার লিখতে হবে।

তবে মূল আলোচনায় কিতাব ও লেখকের নাম উল্লেখ করা হলে, টীকার ঘরে এসব পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই; বরং খণ্ড ও পৃষ্ঠা নাম্বার উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে।

বাংলা ভাষায় নাম্বারের পর অনেকেই বর্তমানে ড্যাশ বা হাইফেন ব্যবহার না করে বিন্দু ব্যবহার করে থাকে।

৭. একই উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে টীকায় যদি একাধিক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতে হয় তাহলে অপেক্ষাকৃত উঁচু মানের কিতাবের নাম উপরে লেখা যায়। যেমন, বুখারীর মান মুসলিম অপেক্ষা বেশী, তাই এই দুটি গ্রন্থের ক্ষেত্রে বুখারীর নামটি উপরে শোভা পাবে। এছাড়া যে গ্রন্থ প্রণেতার মৃত্যু পূর্বে ঘটেছে ঐ গ্রন্থের নামও উপরে লেখা যায়। তবে রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই পদ্ধতি অবলম্বন করা ভালো। একই রচনায় ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা সমীচীন নয়।

উল্লেখ্য যে, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হিসেবে পরিচয়ের জন্য সেখানে প্রতি দুটি গ্রন্থের শিরোনামের মাঝে কোলোন (:) ব্যবহার করা হবে।

৮. যে গ্রন্থ ছাপা হয়েছে এর পাণ্ডুলিপি উদ্ধৃতি হিসেবে প্রযোজ্য নয়। কেননা পাণ্ডুলিপি ছাপাগ্রন্থের তুলনায় অনেক দুষ্প্রাপ্য।

৯. কোনো গ্রন্থের ভাষা চয়ন করা সত্ত্বেও উদ্ধৃতি গোপন করা বা কারচুপি করা খিয়ানতের নামান্তর। তাই উদ্ধৃতি যত্নসহকারে আমানতদারীর সঙ্গে উল্লেখ করার চেষ্টা করা। এতে লেখকের মর্যাদা হানি হয় না ; বরং যোগ্যতা ও আমানতদারীর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

خطوات البحث
থিসিস বা রচনার কার্যবিবরণী

আরবী গবেষণা গ্রন্থ লেখার নিয়মনীতি সম্পর্কীয় বই পুস্তকে থিসিস লেখার জন্য মৌলিকভাবে ৭টি কাজের বিবরণ উল্লেখ করেছে।

১. রচনার বিষয় ও শিরোনাম নির্বাচন করা।

২. রচনার পরিকল্পিত সূচির প্রাথমিক নমুনা তৈরী করা।

৩. গ্রন্থপঞ্জী অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা করা।

৪. মূল বিষয় সংগ্রহ করা।

৫. বিষয় বাছাই পর্ব।

৬. টীকা ব্যবহারের নীতিমালা।

৭. রচনাকে যথাযথ মূলনীতি অনুযায়ী চূড়ান্ত বিন্যস্ত করা।

থিসিস লেখার উপরোক্ত মৌলিক কাজগুলোর সাথে আমরা আগত কয়েকটি পর্বে পরিচিত হবো।

الخطة الأولى
اختيار موضوع البحث و صياغة عنوانه
প্রথম কার্যবিবরণী
রচনার বিষয় ও শিরোনাম নির্বাচন করা

রচনার বিষয় নির্বাচন করা রচনার সর্বপ্রথম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ কাজটি মূলত ছাত্রদেরই দায়িত্ব। যে সব

বিষয়ে ইতিপূর্বে যথেষ্ট পরিমাণ লেখা হয়েছে ঐ সব বিষয় গবেষণামূলক রচনার জন্য নির্বাচন করা ঠিক নয়। তবে কোনো বিষয়ে লেখা সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ মনে হলে অথবা লেখার সময় ৮/১০ বছর অতিবাহিত হলে ঐ বিষয়ে পুনরায় রচনা লেখা যেতে পারে। কেননা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বিষয়বস্তুতে নতুনত্বের দাবি রাখে। তাই নতুন গবেষকের নতুন আঙ্গিকে লেখার উদ্যোগ প্রশংসনীয় পদক্ষেপ বলে গণ্য হবে।

বিষয় নির্বাচনে সহায়ক

গুরুত্বপূর্ণ ও সমসাময়িক একটি বিষয় নির্বাচনের জন্য নিম্নবর্ণিত সহায়তাগুলো গ্রহণ করা যায়–

১. বিষয়ভিত্তিক উচ্চতর গবেষণামূলক বই পুস্তক অধ্যয়ন করা।

২. অতীত অভিজ্ঞতা ও বিগত পড়াশুনার প্রতি ফিরে দেখা, পূর্ব অধ্যয়নপূর্ণ অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয় নির্ণয়ের চেষ্টা করা।

৩. বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ ও বিজ্ঞ মনীষীদের শরণাপন্ন হওয়া। হতে পারে তাঁদের কাছে অগণিত বিষয়ের সূচি জমা আছে।

বিষয় নির্বাচনের মাপকাঠি

১. গবেষণামূলক রচনার বিষয়বস্তুতে অবশ্যই নতুনত্বের আঁচ থাকতে হবে। আর পরিহার করতে হবে, পূর্ব রচিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি থেকে।

২. বিষয়ের পরিধি অত্যন্ত সীমিত ও সুস্পষ্ট হতে হবে।

৩. এ বিষয়ে সহায়ক গ্রন্থাবলী পর্যাপ্ত পরিমাণে লেখকের আয়ত্তাধীনে থাকতে হবে।

শিরোনাম চয়নের মাপকাঠি

১. শিরোনামের মাধ্যমেই রচনার পরিধি ও সীমারেখা বুঝা যেতে হবে।

২. যথাসম্ভব সংক্ষেপ এবং প্রাসঙ্গিক কোনো বাক্য পরিহার করা সমীচীন।

৩. সুস্পষ্ট, সহজ- সরল ভাষায় হতে হবে। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় এমন শব্দ হবে না।

الخطة الثانية: خطة البحث
দ্বিতীয় কার্যবিবরণী

থিসিস বা রচনার পরিকল্পিত সূচির প্রাথমিক নমুনা তৈরী করা

থিসিস সংকলনের কাজে দ্বিতীয় ধাপটি হলো, গবেষক তার বিষয়বস্তুকে বিন্যস্ত করার একটি পরিকল্পিত নমুনা ও সূচি তৈরী করবে। এই নমুনা ও সূচি অনুযায়ী সামনের দিকে অগ্রসর হবে। এতে লেখক বিষয়বস্তুকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে বিন্যস্ত করবে, কয়টি অধ্যায় হবে, অধ্যায়গুলোকে কী কী পর্বে ভাগ করবে, এসবের পূর্বে বা শেষে আরো কী কী স্থান পাবে এর একটি পরিকল্পিত সূচি বা নমুনা সংক্ষেপে তৈরী করবে। যে সব বিষয় সূচিতে উল্লেখ করা হয়, এগুলো নিম্নরূপ–

১. ভূমিকা

২. কী কী অধ্যায় ও পর্বে বিষয়বস্তু বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং কোন অধ্যায় ও কোন পর্বে কী আলোচনা স্থান পেয়েছে এর সূচি।

৩. বিষয়বস্তু বিন্যাসের পর আসবে খাতেমা বা পরিশিষ্ট। যাতে পুরো বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হয়।

৪. الملاحق। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত না হলেও কোনো বিশেষ কারণে কোনো অধ্যায়ের সংযোজন হয়ে থাকলে এর বিবরণ।

৫. সর্বশেষে গ্রন্থপঞ্জী ও অন্যান্য সূচিপত্রের বিবরণ।

উল্লেখ্য যে, থিসিস লেখার শুরুতে পরিকল্পিত সূচিটি অবশ্যই প্রাথমিক সূচি হিসেবে গণ্য হবে। রচনার কাজ চলাকালে প্রয়োজনে এতে যে কোনো ধরনের সংযোজন বা পরিমার্জন করা যাবে। তবে কাজ শুরু করার পূর্বে পরিকল্পিত সূচিটি খুবই সহায়ক হবে। সহায়ক হবে এদিক ওদিক বিব্রত না হয়ে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে।

উপরোক্ত পাঁচটি অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু এবং এগুলোকে বিন্যস্ত করার পদ্ধতি, বিষয় বিন্যস্ত করার নীতিমালা ও নির্বাচন পর্বে সবিস্তারে আলোচনা করবো।

الخطة الثالثة: حصر مصادر البحث

তৃতীয় কার্যবিবরণী
গ্রন্থপঞ্জির সাথে পরিচিত হওয়া

থিসিস সংকলনের ক্ষেত্রে জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থপঞ্জির শরণাপন্ন হওয়া, থিসিস নির্ভরযোগ্য ও উত্তম হওয়ার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়। নির্ভর ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থের উদ্ধৃতির ফলে থিসিসের ভারসাম্যতা ও মূল্যায়ন বৃদ্ধি পায়, সমাদৃত হয় উচ্চ মহলে। তাই থিসিসের মূল বিষয় সূচনার পূর্বেই এ সম্পর্কীয় গ্রন্থপঞ্জির সাথে পরিচিত হওয়া চাই। জেনে নেওয়া চাই মনোনীত বিষয়ে গ্রন্থাবলী কোথায়, কীভাবে সহজ সাধ্য হবে বা আদৌ পাওয়া যাবে কি না। আরো জানা চাই গ্রন্থাবলী কতো প্রকার ও কী কী? কোন ধরনের গ্রন্থের মূল্যায়ন কোন পর্যায়ে হয়ে থাকে। থিসিস লেখার ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি গ্রহণ করা যায় এমন গ্রন্থাবলীকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়–

১. মূল ও প্রাক্তন গ্রন্থাবলী المصادر الأساسية

মূল গ্রন্থাবলী বলতে প্রত্যেক বিষয়ের প্রথম পর্যায়ে রচিত বই পুস্তককে বুঝানো হয়।[১০] বলাবাহুল্য, প্রত্যেক বিষয়ের মূলভিত্তি, প্রথম গবেষণা, সূত্রসহ সংকলিত অথবা কোনো বিষয়ের আবিষ্কারকের নিজস্ব রচনা ও পূর্ববর্তীদের তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত গ্রন্থাবলীকে " مصادر " মূল ও প্রাক্তন গ্রন্থাবলী বা গ্রন্থের জগতে মূল উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

২. সংকলিত গ্রন্থাবলী (مراجع) المصادر الثانوية

উল্লেখিত মূল গ্রন্থাবলী থেকে সংকলন করে যা রচিত হয় এগুলোকে "مراجع" বা সংকলিত গ্রন্থাবলী বলা হয়। অবশ্য এতে সংকলিত বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা, সংক্ষেপ ও সংযোজন করা ইত্যাদি থাকতে পারে।

অতএব সহীহ বুখারী ও মুসলিম হাদীসের জগতে "مصادر" মূল গ্রন্থ এবং ইমাম নববীর তারগীব তারহীব ইত্যাদি "مراجع" বা সংকলিত গ্রন্থ হিসেবে গণ্য হবে।

অনেকের দৃষ্টিতে "مصادر" মূল গ্রন্থ (Source) বলতে যে সব গ্রন্থ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে সমাপ্ত করা সম্ভব। আর যে সব গ্রন্থ সাধারণত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একাধারে পড়া হয় না; বরং প্রয়োজনবোধে শুধু নির্দিষ্ট বিষয়ের শরণাপন্ন হতে হয় এ ধরনের গ্রন্থাবলীকে "مراجع" সংকলিত গ্রন্থ Reference বলা হয়।[১১]

---

১০. البحوث الأربية للخفاجى صـ٧٥

১১. Hubbell. ৬১

অবশ্য সব মহলে এ ধরনের কোনো পার্থক্যের অনুসরণ করা হয় না। এছাড়া থিসিস সংকলকের ক্ষেত্রে উভয় ধরনের গ্রন্থাবলী থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করার অনুমতি আছে। তবে মূল ও প্রথম পর্যায়ের গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যায়নের দাবি রাখে।

গ্রন্থপঞ্জি পরিচিতির মাপকাঠি

১. যে বিষয়ে থিসিস বা রচনার প্রস্তুতি চলছে, এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে গ্রন্থাবলী পাওয়া যাবে বলে লেখককে প্রথমেই আশাবাদী হতে হবে।

২. বিষয়বস্তুর মূল উৎস এবং গ্রন্থনা জগতের প্রাথমিক স্তর ও পরবর্তী সংকলিত গ্রন্থ প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিচিত হওয়া।

৩. আধুনিক যুগে সংকলিত الموسوعة العلمية বিশ্বকোষ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংকলিত বিষয়ভিত্তিক রচনাবলী, পত্র পত্রিকার সন্ধান নেয়া।

৪. বিভিন্ন বই পুস্তকের সাথে সংযুক্ত গ্রন্থপঞ্জি , বড় বড় লাইব্রেরীর বই পুস্তকের সূচি থেকে উপকৃত হওয়া।

৫. প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীসমূহের পরিচালক, অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ও যোগ্য সাথীবর্গের পরামর্শ থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা।

الخطة الرابعة
جمع المادة العلمية
চতুর্থ কার্যবিবরণী
মূল বিষয় সংগ্রহ করা

মূল বিষয় সংগ্রহ করাই রচনার আসল কাজ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়। যা একান্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সুনিপুণভাবে সম্পাদনার দাবি রাখে। বিষয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায়

অবলম্বন করা যেতে পারে। সাধারণভাবে প্রচলিত তিনটি মাধ্যম এ পরিসরে পর্যালোচনার প্রয়াস পাবো–

১. পড়ার মাধ্যমে القراءة

লেখককে অবশ্যই জেনে নিতে হবে কোন ধরনের গ্রন্থাবলী পড়া জরুরী আর কী জরুরী নয়। তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছা সহজ হবে। পড়ার ক্ষেত্রে সীমিত সময়ে বেশী উপকৃত হওয়ার জন্য কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়–

ক. রচনার বিষয়ে সরাসরি সম্পৃক্ত গ্রন্থাবলী নির্বাচন করে পড়া শুরু করা।

খ. প্রথমে যথাসাধ্য দ্রুত পড়ে রচনার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত করা। তবে কোন বিষয় দ্রুত পড়বে আর কোন বিষয় গভীর মনোনিবেশের সাথে পড়বে, তাও বুঝতে হবে।

গ. মনের প্রফুল্লতার দিকে লক্ষ্য করে পড়ার একটি উপযুক্ত সময় সূচি করে নেয়া। এতে করে যা পড়া হবে তা বুঝতে সহায়ক হবে।

ঘ. সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও আধুনিক বই পুস্তক পড়ে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা গ্রহণ করার চেষ্টা করা। এ অভিজ্ঞতার আলোকে মূল গ্রন্থাবলী থেকে উৎস সংগ্রহ করা সহজ হবে।

ঙ. এছাড়া বিভিন্ন বই পুস্তক ও রচনার শিরোনাম, ভূমিকা, পরিশিষ্ট, গ্রন্থসূচি পড়া চাই। এতে করে লেখক আপন রচনার বিষয় বস্তু; ধারাবাহিকতা ও বিষয় সংগ্রহের পদ্ধতির সাথে পরিচিত হতে পারবে।

২. শোনার মাধ্যমে السماع

একজন রচনা লেখকের জন্য অভিজ্ঞ উস্তাদ ও বিষয়ভিত্তিক দক্ষ ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় করা যথেষ্ট উপকারজনক। এ ক্ষেত্রে জটিল বিষয়গুলো প্রশ্ন আকারে বিন্যস্ত করে মৌখিক

মতবিনিময় (الاستبانة الشفوية) করবে অথবা লিখিতভাবে (الاستبانة المكتبية) তাদের খেদমতে পেশ করা যেতে পারে।

৩. মতামত ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ الملاحظة و التجربة

Experiment and fielwork

অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত ও তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা রচনার ক্ষেত্রে এক অনন্য চমক ও নতুনত্ব সৃষ্টি করবে। আর অজানা বিষয়ে উন্মুক্ত করবে নতুন নতুন দিগন্ত। তাই মূল্যবান কিছু জানা মাত্র সংগ্রহ করা যায় এমন উপায় উপকরণ সর্বদা সাথে রাখা চাই। অন্যথায় মূল্যবান কিছু হাত ছাড়া হতে পারে।

এসব মতামত ও অভিজ্ঞতা যেমন নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করতে হবে, তেমনি এর সত্যতা ও বাস্তবতা প্রসঙ্গেও পরিপূর্ণ নিশ্চিত হয়ে সংকলন করতে হবে।

বিষয় লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

বিষয় সংগ্রহের সময় আন্তর্জাতিকভাবে দু'টি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়–

ক. খাতা বা ফাইলে সংগ্রহ করা الكراسة أو الملف

বিষয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে খাতা বা ফাইলে বিষয় সংগ্রহ করা হলে, কোনো প্রয়োজনে আগে পরে করা বা সংযোজন পরিমার্জন করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় বিধায় কেউ কেউ এক প্রকার বিশেষ ফাইল ব্যবহার করে থাকে, যা থেকে প্রয়োজনে পাতা খোলা বা আগে পরে করা যায়।

কেউ আবার প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাতা বা ফাইল ব্যবহার করে থাকে। কোনো কোনো লেখক প্রতিদিনের জন্য ভিন্ন রাফ খাতা ব্যবহার করে এবং দিন শেষে মূল খাতায় সাজিয়ে বিন্যস্ত করে থাকে।

খ. কার্ড ব্যবহার استخدام البطاقة

আধুনিক যুগে উন্নত দেশে, বিষয়বস্তু সংগ্রহের ক্ষেত্রে কার্ড ব্যবহারের প্রচলনই অপেক্ষাকৃত বেশী। বিভিন্ন সাইজের কার্ড বর্তমানে সচরাচর বাজারজাত হচ্ছে। এ পদ্ধতি অবলম্বনে অনেক সময় বেঁচে যাবে। কারণ কোনো বিষয় বাদ দেয়া বা আগে পরে করার ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা পোহাতে হয় না। যখন যে কার্ড যেভাবে ইচ্ছা আগে পরে করা যায়, প্রতিদিন নতুনভাবে বিন্যস্ত করাতেও কোনো জটিলতা নেই। তবে প্রতিটি নতুন বিষয় এবং নতুন গ্রন্থ থেকে আহরিত বিষয় ও ভিন্ন মতামত ভিন্ন ভিন্ন কার্ডে সংগ্রহ করা জরুরী।

এছাড়া আরো কয়েকটি বিষয় জেনে রাখি–

১. খাতা বা কার্ড যে কোনো এক পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।

২. ভালো কালিতে সুস্পষ্টভাবে লেখা চাই। এমন যেন না হয় যে পরবর্তীতে নিজেও পড়তে বিব্রত হতে হয়।

৩. বিষয়বস্তু কোথাও থেকে হুবহু সংগ্রহ করা ঠিক নয়; বরং প্রতিটি বিষয় নিজস্ব চিন্তা ধারায়, নিজস্ব পদ্ধতিতে বিন্যাস করাই সমীচীন। যাতে করে লেখকের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়।

৪. একটি গ্রন্থ থেকে বিষয় সংগ্রহ করা হলে, সর্বদা এ গ্রন্থের একই প্রকাশনীর অনুসরণ করতে হবে। কেননা প্রকাশনী ও প্রকাশকাল ব্যবধানের ফলে গ্রন্থের পৃষ্ঠা, খণ্ড ইত্যাদি ব্যবধান হয়ে থাকে। তাই একেক সময় একেক প্রকাশনী বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকালের গ্রন্থ থেকে বিষয় সংগ্রহ ও উদ্ধৃতি পেশ করাতে পাঠকগণ বিব্রত হবে। এতে রচনার মূল্যায়ন হ্রাস পাবে।

৫. কোনো একটি বিষয় সংগ্রহকালে অপর কোনো বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এমতাবস্থায় বিষয়টি তাৎক্ষণিক যথাস্থানে নোট করা চাই। অন্যথায় ভুলে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৬. লেখক প্রথম পর্যায়ে রচনার সাথে সম্পৃক্ত সবকিছুই সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে। পরবর্তীতে বাছাই পর্বে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যথাযথভাবে নির্বাচন করবে।

الخطة الخامسة

مرحلة صياغة البحث أو مرحلة انتقاء المعلومات

বিষয় বাছাই পর্ব

যথেষ্ট পরিমাণ বিষয়বস্তু সংগ্রহ হয়েছে বলে মনে হলে, লেখক তখন সংগ্রহকৃত বিষয়কে পুনরায় যাচাই বাছাই করবে। যা বিষয়ের সাথে অপেক্ষাকৃত বেশী সম্পৃক্ত, গবেষণার মান বৃদ্ধি করবে, লেখকের যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশে সহায়ক হবে, সমাজ-দেশ ও জাতির জন্য অধিকতর উপকারজনক হবে, বাস্তবতার স্বাক্ষর রাখবে এ ধরনের বিষয়গুলো নির্বাচন ও মনোনীত করার চেষ্টা করবে। এ প্রসঙ্গে যা করণীয়−

১. বিষয়ের সাথে অপেক্ষাকৃত বেশী সম্পৃক্ত লেখাকে প্রাধান্য দেয়া।

২. পূর্ব পরিকল্পিত সূচি অনুযায়ী পুনরায় সতর্কভাবে বিন্যস্ত করা।

৩. থিসিসের যাবতীয় নিয়মাবলীর অনুকরণ করা, অন্যদের মতামতে যথাযথ সম্মান রেখে মন্তব্য করা।

৪. প্রতিটি অধ্যায়, অনুচ্ছেদের শুরুতে অনূর্ধ্ব ৩/৪ লাইনে এই প্রসঙ্গে একটি ভূমিকা পেশ করে বিষয়বস্তুর আলোচনা শুরু করা। শেষ করার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে সারমর্ম আলোচনার মাধ্যমে সমাপ্তি টানা।

৫. থিসিসে যা লেখা ও সংগ্রহ হবে বা কারো মতামতে মন্তব্য করা হবে, প্রয়োজনবোধে প্রমাণ করার দায়িত্ব লেখকের প্রতিই অর্পিত হবে। জেনে রাখতে হবে, এ জগতে প্রমাণ করার পরিস্থিতি না আসলেও পরকালে আল্লাহর কোর্টে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে।

الخطة السادسة

وضع الحواشى و الهوامش و التذييلات

টীকা লেখার নীতিমালা Footnote Reperences

লেখক যে উৎস থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করে এর নাম বা পরিচয় উল্লেখ করা ইল্‌মী আমানতের অন্তর্ভুক্ত। যার পক্ষে ঐ আমানত রক্ষা করা সম্ভব নয়, তার জন্য উত্তম হলো ইল্‌মী কাজ থেকে বিরত থাকা।

টীকার বিষয়বস্তু

যে গ্রন্থ থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে এর উদ্ধৃতি লেখা হবে টীকায়। এছাড়া আলোচ্য কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, কোনো নাম, স্থান বা কালের পরিচয় , কোনো কবিতা বা উক্তির প্রবক্তার পরিচয় অথবা অতিবাহিত কোনো আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করা ইত্যাদি বিষয়গুলো টীকাতে লেখা হয়ে থাকে।

টীকা লেখার পদ্ধতি

টীকা লেখার ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে–

১. প্রত্যেক পৃষ্ঠায় টীকা লেখা

ধারাবাহিক লেখায় একটি রেখা টেনে ঐ রেখার নিচে একই পৃষ্ঠাতে টীকা লেখা হবে। অতএব মূল ভাষ্য আর টীকা থাকবে একই পৃষ্ঠায়। মাঝে ব্যবধানের জন্য শুধু একটি রেখা টানা হবে। তবে টীকার লেখা মূল ভাষ্যের লেখা অপেক্ষা কিছু ছোট হবে এবং লাইনেও ফাঁকা তুলনামূলক কম হবে।

মূল ভাষ্য ও টীকার মাঝে ব্যবধানের রেখাটি আরবী লেখার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক লেখা অপেক্ষা প্রায় আধা সেন্টিমিটার ছেড়ে আরম্ভ করে পৃষ্ঠার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত টানা হবে। আর বাংলা ও ইংরেজী লেখার ক্ষেত্রে রেখাটি বাম দিক থেকে স্বাভাবিক লেখা অপেক্ষা আধা সেন্টিমিটার ছেড়ে শুরু হবে।

বৈশিষ্ট্য : প্রত্যেক পৃষ্ঠায় টীকা লেখার ইতিবাচক দিক, সুবিধা হলো, পাঠক অতি সহজে টীকার শরণাপন্ন হতে পারবে। কেননা এ অবস্থায় মূল ভাষ্য ও টীকা উভয়ই একত্রে পাঠকের দৃষ্টিতে থাকে। টীকা দেখার জন্য খোঁজা খুঁজি বা পৃষ্ঠা উল্টানোর কোনো প্রয়োজন হয় না।

সমস্যা : টীকা লেখার উল্লেখিত পদ্ধতিতে লেখক কে কিছু সমস্যা পারি দিতে হবে, এর অন্যতম হলো, টীকা লেখার জন্য কী পরিমাণ স্থান ছাড়তে হবে, এর অনুমান করতে লেখককে অনেক ক্ষেত্রেই বিব্রত হতে হবে।

তবে লেখক এ ক্ষেত্রে কিছু কষ্ট বরণ করতে সম্মত হলে, পাঠক অনেক উপকৃত হতে পারবে।

২. প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষান্তে টীকা

টীকা লেখার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, প্রতি পৃষ্ঠার নিম্নে টীকা না লিখে প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অথবা একেকটি বিষয়ের শেষে একত্রে টীকাগুলো উল্লেখ করা।

এ ক্ষেত্রে পুরো অধ্যায়ে বা পুরো বিষয়ে শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে শেষ পর্যন্ত মূল আলোচনায় উদ্ধৃতির নাম্বারগুলো লেখে যাবে এবং শেষে সব টীকার বিবরণ ক্রমান্বয়ে পেশ করা হবে।

বৈশিষ্ট্য :

এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা হলো, লেখকের ক্ষেত্রে। কারণ এ পদ্ধতিতে লেখক কে প্রত্যেক পৃষ্ঠার নিম্নে টীকার জন্য স্থান ছাড়তে হবে না। তাই কী পরিমাণ স্থান ছাড়তে হবে তা নিয়েও বিব্রত হওয়ার কোনো কারণ থাকে না।

অসুবিধা :

এ পদ্ধতিতে অসুবিধা হবে পাঠকের ক্ষেত্রে। একেকটি উদ্ধৃতি দেখার জন্য পাঠককে প্রতিবারই অধ্যায় বা বিষয়ের শেষে যেতে হবে। যা হয়তো পাঠকের জন্য বিরক্তির কারণ হতে পারে।

৩. রচনা শেষে টীকা

টীকা লেখার অন্য একটি পদ্ধতি হলো, রচনা শেষ করে একত্রে টীকা লেখা। রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মূল আলোচনায় যথাস্থানে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি নাম্বারগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখে যাবে, রচনার শেষে একত্রে যাবতীয় টীকার বিবরণ পেশ করা হবে।

বৈশিষ্ট্য ও অসুবিধা

এ পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা দ্বিতীয় পদ্ধতির মতোই। এছাড়া আরেকটি অসুবিধা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা হলো, কোনো কারণে যদি উদ্ধৃতি নাম্বার বাড়ানো বা কম করার প্রয়োজন হয়, বিশেষত বিষয় কম বেশী হলে উদ্ধৃতিও কম বেশী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এ ক্ষেত্রে গোটা রচনায় প্রদত্ত উদ্ধৃতি নাম্বারের ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে। ফলে পরবর্তী সব নাম্বার পুনরায় ক্রমান্বয়ে লিখতে হবে। যা লেখকের জন্য একটি কঠিন কাজ। বিশেষ করে কয়েকবার এমন হলে তো খবরই আছে।

টীকায় যা লেখা হবে

মূল আলোচনায় উদ্ধৃতি উল্লেখ করার যে নাম্বারটি লেখা হয়েছিল, ঐ নাম্বারের মাধ্যমেই টীকার সূচনা হবে। নাম্বারের সাথে সাথেই একটি ড্যাশ (–) বসাতে হবে। (অবশ্য বাংলা ভাষায় বর্তমানে বিন্দু ব্যবহার করে থাকে)

ড্যাশ এর পর লেখা হবে, যে গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে ঐ গ্রন্থ প্রণেতার নাম, অতঃপর ঐ গ্রন্থের শিরোনাম, প্রকাশকাল, প্রকাশনা পরিচিতি, খণ্ড ও পৃষ্ঠা নাম্বার লেখতে হয়। তবে সংক্ষেপ করার জন্য লেখকের নাম, প্রকাশকাল ও প্রকাশনার বিবরণ সাধারণত টীকায় লেখা হয় না। অনুরূপভাবে গ্রন্থটি প্রথমবার প্রকাশ হয়ে থাকলে প্রকাশকাল আদৌ লেখার প্রয়োজন নেই। এছাড়া গ্রন্থকারের নাম গ্রন্থ শিরোনামের পরেও লেখা হয়ে থাকে।

একই উদ্ধৃতি সাথে সাথে আবার লেখার প্রয়োজন হলে, এতো সব বিবরণ পুনরায় লেখার প্রয়োজন নেই; বরং نفس المصدر বা المصدر السابق আর বাংলার ক্ষেত্রে ‘ প্রাগুক্ত ’ লেখাই যথেষ্ট। পৃষ্ঠা নাম্বার ব্যবধান হলে তা অবশ্যই লেখতে হবে।

উল্লেখ্য যে, একই উদ্ধৃতি পুনরায় উল্লেখ হওয়ার ক্ষেত্রে যদি মাঝে ভিন্ন কোনো উদ্ধৃতি উল্লেখ হয়ে থাকে তাহলে نفس المصدر ‘প্রাগুক্ত’ ইত্যাদি লেখা যথেষ্ট হবে না; বরং পূর্ণ বিবরণ পুনরায় লেখতে হবে।

উদাহরণ:

১. মাদানী. আল মাদখাল ইলা ই'দাদিল বাহ্স. মাকতাবাতুল আবরার, বসুন্ধরা, ঢাকা. পৃষ্ঠা. ৩৪।

২. প্রাগুক্ত।

৩. ইবনে কুদামা. আল মুগনী. দারু আলামিল কুতুব, রিয়াদ, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৭ ইংরেজি, খ. ১৪ পৃ. ৬০৬।

- ابن قدامة. المغنى. دار عالم الكتب، رياض الطبعة الثالثة ١٩٩٧م ج ١٤ ص٦٠٦

الخطة السابعة
التنظيم العام للبحث أو البحث فى الشكل النهائ
রচনার চূড়ান্ত বিন্যাস

রচনাটি সর্বোত্তম ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে সুনিপুণ ও ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করা একটি যুক্তি সঙ্গত দাবি, অত্যন্ত কৌশলগত ও অভিরুচির বিষয়ও বটে। যথাযথভাবে বিন্যস্ততা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে সহায়ক হবে, তাদের কাছে সমাদৃত হবে। অন্যথায় যেমন নিয়মনীতি বহির্ভূত হবে, পাঠকের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতাও হারাবে। তাই রচনাকে যথাযথ নিয়মনীতি অনুসারে বিন্যস্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি কাজ ধারাবাহিকভাবে আঞ্জাম দিতে হবে–

১. প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা (Title Page) صفحة العنوان

প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা বলতে রচনার উপরের পৃষ্ঠা। এতে পৃষ্ঠা নাম্বার হয় না, পৃষ্ঠার ক্রমানুসারে গণনাও হয় না। এতে যা উল্লেখ হবে তা নিম্নরূপ :

ক. রচনার শিরোনাম عنوان البحث أو الرسالة

খ. লেখকের নাম اسم المقدّم

গ. যে সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য এ রচনা লেখা হয়েছে এর পরিচয় الدرجة العلمية التى يرغب الطالب أن يحصل عليها.

ঘ. শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষাকেন্দ্র الجهة التعليمية و القسم

ঙ. তত্ত্বাবধায়ক উস্তাদের নাম اسم الأستاذ المشرف

চ. শিক্ষাবর্ষ العام الدراسى هجريا و ميلاديا

সুস্পষ্টাক্ষরে ও স্বাভাবিক দূরত্বে উপরোক্ত বিষয়গুলো প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় সাজিয়ে লেখা চাই। নিম্নে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত দু'টি নমুনা দেয়া হলো–

থিসিসে প্রচ্ছদ পৃষ্ঠার দু'টি নমুনা

شروط الأئمة الستة

إعداد الطالب
عروة الوثقى الأندونيسى
بحث مقدم لنيل الدرجة العالية " الليسانس "
كلية الحديث الشريف و الدراسات الإسلامية
الجامعة الإسلامية المدنية النبوية

إشراف
فضيلة الدكتور أنيس أحمد طاهر الأندونيسى- حفظه الله-
العام الجامعى
١٤١٩- ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩- ٢٠٠٠ م

المملكة العربية السعودية
الجامعة الإسلامية المدنية النبوية
كلية الحديث الشريف و الدراسات الإسلامية

شروط الأئمة الستة

بحث مقدّم لنيل الدرجة العالية " الليسانس "

إعداد الطالب
عروة الوثقى الأندونيسى
السنة الرابعة: أ/٥

بإشراف
فضيلة الدكتور أنيس أحمد طاهر الأندونيسى- حفظه الله -
العام الجامعى
١٤١٩- ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩- ٢٠٠٠ م

একজন থিসিস গবেষক উল্লেখিত দু'টি নমুনার যে কোনো একটি অবলম্বন করতে পারে।

২. বিসমিল্লাহর পাতা - صفحة البسملة

ইসলামী থিসিস সংকলকগণ প্রচ্ছদ পৃষ্ঠার পর পরই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লেখার জন্য একটি পূর্ণ পৃষ্ঠা বরাদ্দ করে থাকেন। রচনার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ লেখা একটি ইসলামী নিদর্শন। এছাড়া মহানবী (স.) এর হাদীসের আলোকে তা একটি বরকতপূর্ণ কাজ।[১২] তবে বিসমিল্লাহ পূর্ণ পৃষ্ঠায় লেখা কোনো জরুরী বিষয় নয় ; বরং যে পৃষ্ঠায় ভূমিকা লেখা হবে এর পারম্ভে স্বাভাবিকভাবে লেখাও যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।

৩. ভূমিকা- المقدّمة

ভূমিকা হলো রচনার সূচনা, লেখকের প্রথম করণীয় বিষয়। ভূমিকাকে রচনার প্রথম অধ্যায় হিসেবে গণ্য করা যায়। তাই অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে, হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল ভাষায় সুনিপুণ ও নিখুঁতভাবে বিন্যস্ত করা আবশ্যক।

একজন মুসলমান কে তার রচনা মহান প্রভুর হামদ-প্রশংসা, রাসূল (স.)এর প্রতি দরূদ ও সালামের মাধ্যমে সূচনা করা চাই। বাস্তবে মুসলমানের সব কর্মই এমন হওয়া সমীচীন। বিশেষত ইলমী খিদমাতের ক্ষেত্রে আরো বেশী যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

এছাড়া যে বিষয়গুলো ভূমিকায় আলোকপাত করতে হবে, তা হলো নিম্নরূপ–

ক. রচনার বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও এর পরিধি তুলে ধরা।

---

১২. তবক্বাতুশ শাফিয়িয়্যা। ১/১২

খ: বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করা।

গ. নির্বাচিত বিষয়ে রচনা লেখার কারণ ও উদ্দেশ্য গুলো বর্ণনা করা।

ঘ. রচনার পরিকল্পিত সূচির প্রাথমিক নমুনা বা এর রূপরেখা উল্লেখ করা।

ঙ. মানহাজুল বাহ্স বা থিসিস সংকলনের ক্ষেত্রে গৃহীত নিজস্ব নিয়মনীতি, পরিভাষা ও সংকেত ইত্যাদির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা।

চ. সর্ব শেষে লেখকের নাম, সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও লেখার সন, তারিখ উল্লেখ করা।

এই কয়েকটি বিষয়ের সমন্বয়ে হবে ভূমিকা। যা লেখকের নিজস্ব বক্তব্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪. শুকরিয়ার পাতা صفحة الشكر و التقدير

থিসিস বা গবেষণামূলক একটি রচনা সংকলনের সহায়তা হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হতে হয়। মানবিক কারণেই এসব ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা চাই। তাই ইসলামী গবেষকগণ এর জন্য একটি পৃথক শিরোনাম করে থাকে। ঐ শিরোনামে প্রথমেই পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা এবং যে প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক রচনা সম্পাদনের সুযোগ হয়েছে এর কৃতজ্ঞতা উল্লেখ করা হয়। এছাড়া রচনা সম্পাদনার ক্ষেত্রে যারা যে ভাবেই সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করেছে সবার কৃতজ্ঞতা যথাযথভাবে প্রকাশ করা সমীচীন। এ প্রসঙ্গে সবার শীর্ষ তালিকায় রয়েছে, রচনা তত্ত্বাবধায়ক বা মুশরিফ উস্তাদের কৃতজ্ঞতা।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে হীনম্মন্যতা অথবা অতিরঞ্জিত কোনো আচরণ প্রকাশ না পায় সে দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

কৃতজ্ঞতার পাতাটি ভূমিকার পর পরই আসবে। কেউ কেউ ভূমিকার পূর্বেও লেখে থাকে। এর শিরোনাম হবে :

''الشكر و التقدير''، أو'' شكر و تقدير''، أو''التقدير و الإعتراف''

ইত্যাদি। বাংলায় শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি শিরোনাম করা যেতে পারে।

৫. বিষয় বিন্যাস عرض الموضوع

রচনার মৌলিক বিষয় ভূমিকা থেকেই শুরু হয়। রচনার মান নির্ণয়ে ভূমিকাও পর্যবেক্ষণভুক্ত হবে। তবে রচনার মূল বিষয় বিন্যস্ত করা লেখকের আসল লক্ষবস্তু। তাই অত্যন্ত আকর্ষণীয়, উন্নত ও হৃদয়গ্রাহীভাবে বিন্যস্ত করার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে সুস্পষ্ট ও ধারাবাহিকতার সাথে উপস্থাপনের জন্য। জ্ঞানগর্ভ রচনা, একটি অপূর্ব গবেষণা উপহার দেয়ার জন্য নিবেদিত হতে হবে, বিসর্জন দিতে হবে কিছু মূল্যবান সময় ও বিচক্ষণ মেধা।

বিষয়কে مباحث، فصول، أبواب বা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, পর্ব ইত্যাদি শিরোনামে ভাগ করতে হবে। أبواب ،باب এর অন্তর্ভুক্ত কিছু فصل থাকবে, فصل এর অন্তর্ভুক্ত কিছু مباحث ইত্যাদি থাকবে।

বস্তুত باب শব্দটি এমন স্থানেই প্রযোজ্য হবে, যার অধীনে একাধিক فصل থাকবে। এ অবস্থায় নতুন পৃষ্ঠার শুরুতে الباب الأوّل এবং الباب الثانى ইত্যাদি অধ্যায় লেখা হবে, আর এর পর পরই লেখা হবে الفصل الأوّل ।

বিষয় تقسيم (বিন্যস্ত) করার জন্য শিরোনাম আরবী ভাষায় পর্যাপ্ত। مباحث ،فصل ،باب এছাড়া مقصد ،مطلب ،نوع ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। যথা: النوع الأول، النوع الثانى، النوع الثالث. অথবা المقصد الأول، المطلب الأول ইত্যাদি রূপে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া এক, দুই সংখ্যা ও আলিফ বা ইত্যাদি শব্দ বিষয় বিন্যাস প্রসঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

অনেক সময় একই فصل বা একই অনুচ্ছেদের বিষয়কে বিভিন্নভাগে ভাগ করার প্রয়োজন হয়, কিন্তু ভিন্ন শিরোনাম বা পৃথক অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন বলে মনে হয় না, এ ক্ষেত্রে ভিন্ন

ভিন্ন প্যারার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো পৃথকভাবে বর্ণনা করবে। প্যারা অবশ্যই লাইনের শুরু থেকে সূচনা হবে। তবে লাইন শুরুর ক্ষেত্রে কেউ কেউ লাইনের সূচনাতে প্রায় এক/আধা সেন্টিমিটার স্থান ছেড়ে লেখা শুরু করে থাকে। যা দেখেই নতুন প্যারা বুঝতে সহজ হয়।

এই ধরনের প্যারাতে যদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় উল্লেখ করা হয়, তাহলে এগুলোকে ছোট ছোট শিরোনামের অধীনে বিন্যস্ত করা যায়। আর ঐ শিরোনামগুলো লেখা সূচনার দিকে স্বতন্ত্র লাইনে, ধারাবাহিক লেখার তুলনায় কিছু বড় অক্ষরে লেখা চাই।

আসলে বিষয় বিভিন্ন শিরোনামে ভাগ করার উদ্দেশ্যই হলো, বিষয়কে পাঠকের খেদমতে সুস্পষ্ট ও পৃথক পৃথকভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা। যাতে পাঠক রচনা থেকে যথাসাধ্য সহজে উপকৃত হতে পারে। তাই বিষয় ভাগ করার নামে পাঠক যেন বিব্রত পরিস্থিতির শিকার না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬. পরিশিষ্ট الخاتمة।

পরিশিষ্ট হলো থিসিসের আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত সর্বশেষ কাজ। গোটা নিবন্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়া হয়তো সবার পক্ষে সম্ভব হবে না, হলেও সারমর্ম বের করার মতো সুযোগ হয়তো নাও হতে পারে। তাই গবেষক নিজেই পুরো বিষয়ের সারসংক্ষেপ থিসিসের শেষে উল্লেখ করতে হবে। যে কোনো ব্যক্তি তা দেখেই যেন গোটা রচনা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। বুঝতে পারে গবেষক এ বিষয়ে কোন ধারায় গবেষণা করেছে, আর গবেষণার শেষ ফলাফল কী।

পরিশিষ্টে রচনায় আলোচিত প্রতিটি বিষয়ের সারাংশ ছোট ছোট প্যারার মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে, বলে দিতে হবে প্রত্যেক বিষয়ের শেষ কথা। অবশ্য প্রতিটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন নাম্বারের মাধ্যমে উল্লেখ করাই উত্তম পদ্ধতি বলে পাঠক মহলে সমাদৃত হয়ে থাকে। তাই প্রতিটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন নাম্বার দিয়ে আলোচনা করাই ভালো।

বিষয়বস্তু অত্যন্ত সহজ, সরল ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করতে হবে। সর্ব শেষ বিষয় হিসেবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও

সুন্দরভাবে উপস্থাপনে আত্মনিয়োগের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৭. প্রাসঙ্গিক বিষয় الملاحق أو الملحقات

থিসিস লেখার সময় বিভিন্ন ধরনের ইল্‌মী বিষয় লেখকের দৃষ্টিতে আসে। কিছু বিষয় এমনও হয়ে থাকে, যা মূল বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্ক নেই। তবে মোটেই কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই তাও বলা যায় না ; বরং প্রাসঙ্গিক সংশ্লিষ্টতার কারণে, রচনায় সংযোজনের উপযুক্ত মনে হয় এমন বিষয়ও হস্তগত হয়। কিন্তু মূল বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র না থাকায় এসব ধারাবাহিক আলোচনার ভেতরে সংযোজিত হলে, আলোচনার ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে। এ পরিস্থিতিতে ঐ বিষয়গুলো একেবারে পরিহার না করে রচনার শেষান্তে ভিন্ন শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত রাখা যায়। এর শিরোনাম হবে الملحق বা প্রাসঙ্গিক পর্ব অথবা প্রাসঙ্গিক বিষয়। একাধিক বিষয় হলে শিরোনামেও বহুবচন হবে الملاحق/الملحقات বা প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ।

স্থান : এই ملحق গুলো গ্রন্থপঞ্জীর পূর্বে বা পরে হতে পারে। রচনার ধারাবাহিক পরিসংখ্যান হিসেবে এতে পৃষ্ঠা নাম্বার হবে। একাধিক ملحق হলে প্রতিটি ملحق বা প্রাসঙ্গিক পর্ব নতুন পৃষ্ঠা থেকে সূচনা হবে।

৮. সূচিপত্র الفهارس

গবেষণা গ্রন্থে একান্ত করণীয় তালিকায় রয়েছে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি সূচি। গবেষণাগ্রন্থ থেকে ইলমী বিষয় সহজে আহরণের ক্ষেত্রে সূচি হবে পাঠকের জন্য অনন্য পাথেয়, পরম সহায়ক। সব ধরনের গবেষণাগ্রন্থে যে সূচিগুলো অবশ্যই থাকবে, এর অন্যতম কয়েকটি সূচি নিম্নরূপ:

ক. কুরআনে কারীমের আয়াতসূচি
খ. হাদীসসূচি
গ. গ্রন্থপঞ্জীসূচি
ঘ. বিষয়সূচি

বিষয়ের ব্যবধানে সূচির পার্থক্য হতে পারে। প্রতিটি থিসিসের বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রেখে,প্রাসঙ্গিক ভিন্নি ভিন্ন সূচি সংশ্লিষ্ট হবে। মনে করেন, হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে থিসিস লেখা হলে, লেখক হাদীসের একটি সূচি এবং বর্ণনাকারীদেরও একটি সূচি সম্পাদন করতে পারে।

আরবী সাহিত্যে থিসিস হলে, এতে উল্লেখিত কবিতাসমূহের প্রথম লাইনের সূচি এবং কবিদের নাম ও কবিতার শিরোনামের ভিন্ন ভিন্ন সূচি হতে পারে।

এলমে রিজাল বিষয়ে থিসিস হলে,এতে আলোচিত ব্যক্তি,স্থান ও শহরের নামের সূচি হতে পারে।

ইতিহাস বিষয়ে থিসিস হলে, এতে আলোচিত বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ও সন ইত্যাদির সূচি লেখা যায়।

এভাবে অন্যান্য বিষয়ে প্রসঙ্গ ও সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে ভিন্ন ভিন্ন সূচি তৈরী করা যায়।

সূচি বিন্যাসের নীতিমালা

১. কুরআনে কারীমের আয়াতসূচি فهرس آيات القرآن الكريم

থিসিস বা গবেষণাগ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি হিসেবে কুরআনে কারীমের যে আয়াতগুলো উল্লেখ হয়েছে এসব আয়াত সহজে পাঠকের হস্তগত হওয়ার জন্য একটি সূচি তৈরী করা হয়। ঐ সূচির নাম فهرس آيات القرآن الكريم (কুরআনে কারীমের আয়াতসূচি)

এতে লেখা হবে উল্লেখিত আয়াত, আয়াতের পার্শ্বে আয়াত নাম্বার ও সূরার নাম, সাথে থাকবে থিসিসের পৃষ্ঠা নাম্বার, যে পৃষ্ঠায় ঐ আয়াতটি উল্লেখিত হয়েছে। যথা:

رقم الصفحة	رقم الآية و اسم السورة	الآية	رقم الترتيب
...	...	...	...

এই সূচিটি বিন্যাসের দু'টি পদ্ধতি আছে :

এক. সূরার ক্রমানুসারে আয়াতসূচি

কুরআনে কারীমের সূরার ক্রমানুসারে সূচিটি সাজানো হবে। অতএব সূরায়ে ফাতিহার আয়াত আসবে সর্ব প্রথম, অতঃপর সূরায়ে বাক্বারাহ ও সর্ব শেষে সূরায়ে নাস এর আয়াত।

একই সূরার একাধিক আয়াত আসলে, ঐগুলোকে সূরার আয়াত নাম্বারের ক্রমানুসারে অথবা এক সূরার সব কটি আয়াতকে حرف هجاء বা আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়ে লিখবে।

দুই. থিসিসে উল্লেখিত সব আয়াতসমূহকে আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়ে লিখবে। এতে সূরার ক্রমিক নাম্বারের কোনো লক্ষ্য করা হবে না। গবেষণা গ্রন্থে প্রথম পদ্ধতিটিই বেশী প্রচলিত।

২. হাদীসসূচি فهرس الأحاديث و الآثار

গবেষণাগ্রন্থে যে সব হাদীস উদ্ধৃতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়, এগুলোর একটি সূচি তৈরী করা হয়। এর নাম " فهرس الأحاديث و الآثار " হাদীসসূচি। গবেষণা গ্রন্থে এর ব্যবহার অনেক বেশী। হাদীসের প্রথম শব্দে উল্লেখিত আরবী প্রথম অক্ষরের ক্রমানুসারে (على ترتيب حروف الهجاء) সব হাদীসগুলোকে সাজিয়ে এই সূচি তৈরী করা হয়। পার্শ্বে বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম এবং হাদীসটি রচনায় যে পৃষ্ঠায় উল্লেখ হয়েছে ঐ পৃষ্ঠা নাম্বার উল্লেখ হবে। যথা:

الصفحة	اسم الصحابى	الأحاديث	رقم الترتيب
...	...	...	...

৩. ব্যক্তিসূচি فهرس الأعلام

গবেষণা গ্রন্থে উল্লেখিত বিশেষ ব্যক্তিবর্গের নামসমূহের সূচিও প্রচলিত আছে। পাঠক ঐ ব্যক্তি বা তার মতামত সম্পর্কে সহজে অবগত হওয়ার জন্য এই সূচি যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে। এই সূচির

নাম فهرس الأعلام (ব্যক্তিসূচি)। এর পদ্ধতি হলো, গ্রন্থে আলোচিত নামগুলোর প্রথম অক্ষর অনুযায়ী আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে নামগুলো সাজিয়ে লেখা হবে। পার্শ্বে ঐ সব নাম গ্রন্থের যে যে পৃষ্ঠায় উল্লেখ হয়েছে তাও উল্লেখ করা হবে। যথা:

الصفحة	الأعلام	رقم الترتيب
...	...	...

৪. গ্রন্থসূচি قائمة المصادر و المراجع

থিসিসে উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহের একটি সূচি উল্লেখ করা থিসিসের একটি অভিন্ন অংশ বলা যায়। থিসিসের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে গবেষকের যোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও ইল্‌মী আমানতদারীর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। এছাড়া পাঠকের এই থিসিসের কোনো বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার আগ্রহ হলে, এই গ্রন্থপঞ্জীর আলোকে প্রয়োজনীয় বিষয়ের শরণাপন্ন হতে পারবে।

গ্রন্থপঞ্জি বিন্যাস পদ্ধতি

আরবীতে গ্রন্থপঞ্জি লেখার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। দু'টি পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–

ক. পুস্তকের শিরোনামগুলোকে আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়ে লিখবে। এই পদ্ধতি লেখক পাঠক সবার জন্য তুলনামূলক সহজ।

খ. গ্রন্থপ্রণেতার নামের প্রসিদ্ধ অংশ আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়ে লিখবে।

লেখক যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। তবে কোনো পদ্ধতিতেই كنيت যথা: ابو، ابن এবং ال التعريف কে অক্ষরের ধারাবাহিকতায় গণ্য করা হয় না।

গ্রন্থপঞ্জিতে যা লেখা হবে

গ্রন্থপঞ্জিতে গবেষক প্রতিটি গ্রন্থের পরিপূর্ণ বিবরণ পেশ করবে। এতে গ্রন্থের শিরোনাম, লেখকের নাম, মুহাক্কিকের নাম এবং প্রকাশনার পরিচয় ও প্রকাশকাল উল্লেখ করবে।

পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদির ক্ষেত্রে পত্রিকার নাম, বিষয়ের শিরোনাম, লেখক, সংখ্যা, সন ও পৃষ্ঠা নাম্বার ইত্যাদির বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। উদাহরণ :

١- ابن حجر العسقلانى، الإصابة فى تمييز الصحابة.
تحقيق طه محمد الزينى، دار الباز، مكة المكرمة، ط ٢-١٤١٥
٢- الإصابة فى تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلانى،
تحقيق طه محمد الزينى، دار الباز، مكة المكرمة، ط ٢-١٤١٥
٣- وازن عبدة، الكتاب العربى و أزمنته، الندوة، ٣٤، أغطس، ١٩٨٣، ص ٥- ٧

৫. বিষয়সূচি فهرس الموضوعات

রচনায় আলোচিত বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণ সূচি। রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অতিবাহিত ছোট বড় যাবতীয় শিরোনাম উল্লেখ করতে হবে এই সূচিপত্রে। বিষয়ের সূচিপত্র লেখার প্রচলন সর্বত্রই আছে। তবে এতে কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে। ছোট বড় যাবতীয় শিরোনাম সূক্ষ্মভাবে উল্লেখ করে পার্শ্বেই ঐ বিষয়গুলো যে পৃষ্ঠায় আলোচিত হয় ঐ পৃষ্ঠা নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। বিষয়বস্তু সাজানোর ক্ষেত্রে প্রথমে উল্লেখ হবে ভূমিকা পর্বের বিষয়গুলো। অতঃপর الباب الأوّل প্রথম অধ্যায়, তারপরই আসবে الفصل الأوّل প্রথম অনুচ্ছেদ। এ দু'টি শিরোনামের পর আসবে প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত শিরোনামসমূহ একে একে।

উল্লেখ্য যে, শিরোনামগুলো যে যে অধ্যায়, পরিচ্ছেদ বা পর্বের অধীনে আলোচিত হয়েছে, সূচিপত্রেও ঐ সব অধ্যায়, পরিচ্ছেদ বা পর্ব উল্লেখ করার পরই শিরোনামগুলো উল্লেখ করতে হবে।

৬. ভুল সংশোধনী সূচি হবে কি না?

ছাপার কাজ মোটামুটি শেষ হলে অথবা পরবর্তী সংস্করণের পূর্বে গ্রন্থে কখনো ভুল পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় কোনো কোনো লেখক গ্রন্থের শেষে ভুল সংশোধনী নামক একটি সূচি সংযোজন করে থাকে। এতে ভুল শব্দ বা বাক্যের তালিকা লিখে পার্শ্বে শুদ্ধ শব্দ বা বাক্যটি উল্লেখ করা হয়। আসলে এ ধরনের কাজে গবেষণার গুণগত মানে দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ পায়, এতে কোনো সংশয় নেই। অতএব এ সব পরিহারের পথ অবশ্যই উন্মোচন করতে হবে। এ জন্য গ্রন্থ ছাপার ধারাবাহিক কাজ শুরু হওয়ার পূর্বেই এর যাবতীয় বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। এছাড়া আধুনিক যুগে কম্পিউটারের মাধ্যমে লেখা হয়, এ ক্ষেত্রে অনেক ভুল ত্রুটি স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে সৃষ্টি হয়। তাই এসব ভুল ত্রুটি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সংশোধন করেই অগ্রসর হতে হবে। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ লোকের শরণাপন্ন হওয়া চাই। এভাবে পরবর্তী সংস্করণের পূর্বে ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, অবশ্যই পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে নতুন করে প্রকাশ করা কাম্য। গ্রন্থে ভুল ত্রুটি কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রুফ সংশোধনী সংকেত চিহ্ন

বর্তমান যুগ কম্পিউটারের যুগ। বিশেষ করে লেখার জগতে আজ কম্পিউটারের লেখা সব মহলেই স্বাভাবিক রীতিনীতিতে পরিণত হয়েছে। তবে কম্পিউটারে লেখার ক্ষেত্রে যতো সতর্কতাই অবলম্বন করা হোক না কেন, কম বেশী ভুলের সম্ভাবনা থেকেই যায়। এ ভুল সংশোধন করা একান্ত জরুরী। এই ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম নীতি ও সংকেত চিহ্ন রয়েছে, যা অনুসরণ করা হলে কম্পিউটার অপারেটরের তা বুঝতে সহজ হবে। অন্যথায় তার নিকট বসে থেকে তাকে বুঝিয়ে ঠিক করাতে হবে। এতে করে ভুল সংশোধনকারী এবং কম্পিউটার অপারেটর উভয়কেই বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়। এ পরিসরে ছোট একটি গল্প শুনিয়েই ভুল সংশোধনের বহুল প্রচলিত কয়েকটি সংকেত চিহ্ন উল্লেখ করার প্রয়াস পাবো।

ছোট বেলা গল্প শুনেছিলাম, জনৈক ব্যক্তিকে একটি পত্র লিখে দেয়ার আবেদন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন: আমার পায়ে আঘাত পেয়েছি, তাই আমি পত্র লিখে দিতে অক্ষম। কেননা আমার লেখা আমি ব্যতীত কেউ পড়তে পারে না। অতএব পত্র যার কাছে পৌঁছবে তার নিকট যেয়ে আমাকেই পত্র পড়তে হবে। যেহেতু আমার পায়ে আঘাত পেয়েছি, তাই আমি চলাফেরায় অক্ষম বিধায় পত্র লেখাও আমার জন্য ঠিক হবে না।

মোটকথা, এমন লেখা বা এমন কোনো পরিভাষা কারো জন্যেই ব্যবহার করা ঠিক নয়, যা নিজে ব্যতীত কেউ বুঝবে না। তাই ভুল সংশোধনী বা প্রুফ সংশোধনের প্রচলিত কয়েকটি সংকেত চিহ্ন নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

যে স্থানটিতে সংশোধনের প্রয়োজন ঠিক ঐ স্থানটিতে একটি কর্তন চিহ্ন (।) দিতে হবে। এর অর্থ হবে এখানে ভুল আছে, তাই এটি কেটে দেয়া হলো। অতঃপর একই লাইনে ডানে অথবা বামে মার্জিনে (ফাঁকা স্থান) উল্লেখিত চিহ্নটি পুনরায় লিখে, কী ধরনের ভুল হয়েছে তা বুঝানোর জন্যে আরো একটি চিহ্ন যোগ করতে হবে। এর সাদৃশ্য নিম্নরূপ :

⁐ । এই স্থানে ফাঁকা হবে না; বরং শব্দটি একত্রে মিলিয়ে লিখতে হবে বুঝানোর জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার হয়।

। শব্দ দু'টি একত্রে লেখা হয়েছে, এই স্থানে শব্দ দু'টি পৃথক পৃথক হবে বুঝানোর জন্য এই চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়।

৩ । অক্ষর উল্টা বসেছে, সোজা করতে হবে বুঝানোর জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার হয়।

d । যা প্রয়োজন নেই বা বাদ দিতে হবে, এই ইঙ্গিত করার জন্য ইংরেজি ছোট হাতের d লিখে delete বুঝানো হয়।

N P | এই সংকেতের স্থান হতে নতুন প্যারা শুরু হবে।

No NP । এই স্থানে প্যারা হবে না।

X । ভাঙা টাইপ বসেছে, নিখুঁত টাইপ হতে হবে।

See copy | মূল পাণ্ডুলিপির কিছু কথা বাদ পড়েছে, চিহ্নিত স্থানে তা বসাতে হবে।

St । ভুলক্রমে কিছু কাটা হয়েছে, তাই কাটা অংশটি বা রেখাঙ্কিত অংশটি যেমন ছিল তেমনই থাকবে বুঝানোর জন্য প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

^ | যে স্থান থেকে কোনো শব্দ বাদ পড়েছে সেখানে ঐ ^ চিহ্নটি বসিয়ে বরাবর উপরে বাদ পরে যাওয়া শব্দটি লেখা হয়ে থাকে এবং ঐ শব্দের শুরুতেও ^ চিহ্নটি লেখা হয়।

B । কোনো শব্দ বা বাক্য বোল্ড বা বড় হরফে হবে বুঝানোর জন্য এর নিচে রেখা টেনে পার্শ্বে B লেখা হয়।

= । অক্ষর/শব্দ বা বাক্য উপরে নিচে হলে,সমান্তরাল হবে বুঝাবে।

Cap. । ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর হবে বুঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

S/L. ইংরেজি ছোট হাতের অক্ষর হবে বুঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

– । ড্যাশ হবে বুঝানোর জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

- । হাইফেন হবে বুঝানোর জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

‘ । শব্দ বা বাক্যের শুরুতে ঊর্ধ্ব কমা হবে বুঝানোর জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

’ । শব্দ বা বাক্যের শেষে ঊর্ধ্ব কমা হবে বুঝানোর জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

Run on । পৃথক লাইন হবে না একই সাথে লিখতে হবে বুঝানোর জন্য এই শব্দটি লেখা হয়।

∽ । শব্দ বা বাক্য আগে পরে হয়ে গেলে তা ঠিক করার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

কোনো কোনো সময় ভুল শব্দ বা বাক্যটি রেখা বা কর্তন চিহ্নের মাধ্যমে কেটে দেয়া হয় এবং ডানে বা বামে (।) এই চিহ্নটি দিয়ে সঠিক শব্দটি লিখে দেয়া হয়।

কখনো কখনো সহজে বুঝার জন্যে ভুল শব্দটি থেকে সংশোধিত শব্দ বা বাক্য পর্যন্ত একটি রেখা টেনে দেয়া হয়।

আপনার সংগ্রহে রাখার মতো লেখকের কয়েকটি বই

- মাযহাব মানি কেন
- তথাকথিত আহলে হাদীসের আসল রূপ
- তারাবীর নামায ২০ রাকআত কেন
- ঈদের নামাযে ৬ তাকবীর কেন
- ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক ও সামাজিক সংঘাতের কারণ ও সমাধান
- আল-কুরআনের আলোকে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা
- আরবী বাংলা জাদীদ লেখার নির্দেশিকা
  (هادى الطلبة إلى خط الرقعة)
- مكانة الإمام البخارى و صحيحه

অবিলম্বে পাবেন

রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায